NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ প্রাক্তন প্রেমিকাকে হুমকি, গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে পেশ

মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার জনতা উৎখাত করবে: অর্জুন ২

কলকাতা ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ ৪ মাঘ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.01.2026, Vol.19, Issue No. 218, 10 Pages, Price 3.00

বদলের বার্তা মোদীর, বাঁচানোর আর্তি মমতার

‘বাংলায় বইবে বিকাশের গঙ্গা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার পুরাতন মালদার বারবেলা জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি তৃণমূল শাসনের বিরুদ্ধে ধারালো আক্রমণ ছুড়লেন। লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে মোদী ঘোষণা করলেন, ‘বাংলা পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।’ তিনি নিশ্চিত করলেন, ‘ওড়িশা, ত্রিপুরা, অসম ও বিহারে সুশাসন চলছে, এবার বাংলার পালা। মা গঙ্গার আশীর্বাদে এবার বাংলাতেও বিকাশের গঙ্গা বইবে।’

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট হল, তৃণমূলের উদাসীনতা ও অপশাসন বাংলার মানুষকে বিরক্ত করেছে। তিনি সরাসরি বলেন, ‘বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা অনুপ্রবেশ। এদের দেশ থেকে বের করা দরকার, কিন্তু তৃণমূল সরকার চায় না। মালদা ও মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যার চাপ বেড়েই চলেছে।’

শরণার্থী ও জনকল্যাণেও মোদী নিশ্চিত করলেন, ‘মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের কোনও ভয়ের কিছু নেই। ভারতের সংবিধান এদের জায়গা দিয়েছে। বিজেপি সরকার এদের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।’ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘লাখ লাখ পরিবার পিএম সূর্যঘর যোজনা, সোলার প্ল্যান্ট ও বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল সেই সুবিধা লুট করছে।’ অর্থনীতি ও অবকাঠামোর প্রসঙ্গে মোদী জানালেন, ‘দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন উদ্বোধন, চারটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-সহ বিভিন্ন নতুন ট্রেন পরিষেবা বাংলার ব্যবসা ও পর্যটন উন্নত করবে। মানুষ দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছাবে।’

তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন, ‘মালদার আম ও জুট কৃষকের উন্নয়নেও তৃণমূল উদাসীন। বিজেপি সরকার আনুন, তাদের উন্নতি হবে। এটা আমার গ্যারান্টি।’ মোদীর ভাষ্য, নির্বাচনের সময় এসে বাংলার মানুষ বিপুল ভোটে বিজেপিকে জয়ী করবেন এবং এই রাজ্য অবশেষে সুশাসন ও বিকাশের পথে পা রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রথম দিনেই মালদা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূল শাসনের ছায়ায় রাজ্যের রাজনীতিকে সরাসরি নিশানায় তুললেন। তাঁর দাবি, ‘বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা অনুপ্রবেশ। এদের দেশ থেকে বের করা দরকার, কিন্তু তৃণমূল সরকার চায় না।’ মালদা ও মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা চাপের প্রেক্ষাপট তুলে তিনি বলেন, ‘বছরগুলো ধরে তৃণমূলের মদতে অনুপ্রবেশ বেড়েই চলেছে।’

কৃষি ও অর্থনীতির প্রসঙ্গেও মোদী তীব্র আক্রমণ তোলেন। ‘মালদার আম ও জুট কৃষকের প্রতি তৃণমূল উদাসীন, বিজেপি সরকার আনুন, তাদের উন্নতি হবে। এটা আমার গ্যারান্টি।’

‘বিদেশের স্বপ্ন আর নয়, ভারতেই রেলের বিপ্লব’

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদা থেকে রেল ও সড়ক প্রকল্পের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ‘পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিকে গতি দেওয়ার অভিযান আজ আরও জোরদার হল।’ এই কর্মসূচিতেই বাংলার ঝুলিতে এল চারটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, যা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের যোগাযোগকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে দাবি কেন্দ্রের। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘এই ট্রেনগুলি সাধারণ মানুষের যাত্রা সহজ করবে, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের পথ খুলবে।’ নিউ জলপাইগুড়ি-নাগরকোই, নিউ জলপাইগুড়ি-তিরুচিরাপল্লি, আলিপুরদুয়ার- বেঙ্গালুরু এবং আলিপুরদুয়ার- মুম্বই, এই চার রুটে পরিষেবা চালু হওয়ায় তীর্থযাত্রী ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধা বাড়বে। একই সঙ্গে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যে ছবি একসময় বিদেশে দেখতাম, আজ তা ভারতেই বাস্তব।’ তাঁর মতে, রেলের আধুনিকীকরণে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন গরিব ও মধ্যবিত্ত, আর নতুন সুযোগ পাচ্ছেন বাংলার যুবসমাজ।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মালদা থেকে আজ পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিকে আরও গতি দেওয়ার অভিযান নতুন শক্তি পেল।’

নতুন রেল প্রকল্পগুলি যাতায়াতকে সহজ করবে, বাণিজ্য ও শিল্পে গতি আনবে এবং বাংলার যুবসমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।’ তিনি জানান, মালদায় তৈরি হওয়া নতুন ট্রেন মেন্টেন্যান্স ফেসিলিটি রাজ্যের রেল পরিকাঠামোকে আধুনিক করবে।

এই দিনই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। হাওড়া থেকে গুয়াহাটি (কামাখ্যা) রুটে এই ট্রেন চালু হওয়ায় দীর্ঘ যাত্রা হবে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও দ্রুত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিদেশের ট্রেনের ছবি দেখে একদিন ভারতেও এমন ট্রেনের স্বপ্ন দেখত মানুষ। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তব।’ তাঁর দাবি, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ প্রযুক্তির প্রতীক এবং মা কালী ও মা কামাখ্যার ভূমিকে যুক্ত করছে এই আধুনিক রেল।

‘গণতন্ত্র বাঁচান, দেশকে বাঁচান’

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের সরকার, এজেন্সি নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ইচ্ছাকৃতভাবে এজেন্সি অপমান করছে, আমরা আপনাদের কাস্টডিতে রয়েছি। আপনারা সংবিধানের অভিভাবক। বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচান সংবিধানকে। দেশকে বাঁচান।’

সম্প্রতি আইপ্যাক নিয়ে মামলা চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে ইডি মামলা করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এই আবহেই মমতার বক্তব্য নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ।

শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনে আসেন সকলে। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বলেন, ‘আমাদের গণতন্ত্রকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে হবে। আমাদের ইতিহাস-ভূগোল সব যেন সুরক্ষিত থাকে।’ তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ‘মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এখন ট্রেন্ড। ইচ্ছাকৃতভাবে এজেন্সি অপমান করছে। প্লিজ মানুষকে বাঁচান।’ মমতা বলেন, ‘আমি আমার জন্য বলছি না। গণতন্ত্রকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, দেশকে বাঁচান। আমি এবং আমরা আপনার কাস্টডিতে আছি। আপনি রক্ষা করুন।’

জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘এখনকার দিনে তিনটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। এক হল সংবিধান, দুই হল দেশের মানুষ, তিন হল বিচার ব্যবস্থা, চার হল মিডিয়া।’ নতুন পেশাজীবীদের সঠিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে তিনি প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের গণতন্ত্রকে বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে হবে। মিডিয়া যেন আগে থেকেই ট্রায়ালে না যায়। আমি বলছি গণতন্ত্র-বিচার ব্যবস্থার জন্য।’ মমতা জানান, রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে ১২০০ কোটি টাকা খরচ করে ৮৮ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ৭ পকসো কোর্ট ও ১৯ হিউম্যান রাইটস কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেছে।

সার্কিট বেঞ্চের ৪০ একর জমিতে নির্মিত ভবনটি ৫০০ কোটি টাকায় সম্পন্ন হয়েছে। বিচারপতিদের জন্য ৮০টি আবাসিক কমপ্লেক্স ও প্রধান বিচারপতির বাংলো রয়েছে। মমতা বলেন, ‘সাধারণ মানুষ আদালতের প্রতি আস্থা রাখে। আদালত কোনও ধর্ম বা ভেদাভেদ দেখে না।’

এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে।’ তিনি জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ চালু হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার বাসিন্দাদের সময় ও খরচ দুই বাঁচবে।

অতীতে স্টেশন ফিডার রোডের জেলা পরিষদ ডাক বাংলো ব্যবহার করা হত আদালত হিসেবে। এবার নিজস্ব ভবন হাতে পেয়ে উত্তরবঙ্গের বিচারব্যবস্থা এক নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে। তবে একই দিনে মুর্শিদাবাদে বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ নিয়ে উত্তেজনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও।

ফের শুনানির সম্ভাবনা

■ **রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তর জানাল, স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) শুনানিতে যারা কেবল মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড জমা দিয়েছেন, তাঁদের পুনরায় ডাক পড়তে পারে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রস্তাব খারিজ করেছে এবং স্পষ্ট জানিয়েছে, এসআইআর-এ বৈধ নথির তালিকায় অ্যাডমিট কার্ড নেই। তাই শুধুমাত্র এই কার্ড জমা দেওয়া ভোটারদের ফের শুনানিতে অংশ নিতে হতে পারে বা অন্য বৈধ নথি জমা দিতে হবে। তবে ১৩টি অনুমোদিত নথির সঙ্গে জমা দেওয়া কার্ড থাকলে পুনরায় ডাক নয়। এখনও জানানো হয়নি, কতজন ভোটার একমাত্র অ্যাডমিট কার্ডে আবেদন করেছেন।**

এনআইএ তদন্তের দাবি

■ **রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শনিবার স্পষ্ট অভিযোগ করে বলেন, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদে দুই দিনের মধ্যে অরাজকতা ও লুটপাট চলছে। ‘অ্যান্টি ন্যাশনাল’ উপদলগুলো হিন্দু সম্পত্তি জ্বালাচ্ছে, ব্যবসা নষ্ট করছে। পুলিশ নিরব, রাজ্য প্রশাসন দূরদর্শী না হওয়ায় হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে তাণ্ডব চালাচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, অবিলম্বে এনআইএ তদন্ত, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারার প্রয়োগ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরো জেলা জুড়ে মোবিলাইজ করতে হবে। তিনি বলেন, ‘রাজ্যের নীরবতা ও ভোট আপ্যায়ন রাজনীতির ফলেই সাধারণ মানুষ শিকার হচ্ছে।’**

অবরুদ্ধ বেলডাঙায় পুলিশের লাঠি, গ্রেপ্তার মূলচক্রী-সহ ৩০

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের পর শনিবারও উত্তপ্ত থাকল বেলডাঙা। যদিও বেলা গড়ালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। শনিবার বেলায় বড়ুয়া মোড় অবরোধ করেন কয়েকশো মানুষ। এর ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর অভিযানে নামে পুলিশ। লাঠিচার্জ করে অবরোধ তোলা হয়। বেশ কয়েক জনকে আটক করা হয়। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সানি রাজ বলেন, ‘মোট ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।’

এদিকে অশান্তির ঘটনার ‘মূলচক্রী’ গ্রেপ্তার। মূলত সাংবাদিকদের উপর হামলায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। তবে আরও শনিবার বেলডাঙায় অশান্তির সময়েও তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে বলে জানান মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার (এসপি) সানি রাজ। সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ‘মূলচক্রী’ মতিউর রহমান।

শুক্রবার ঝাড়খণ্ডে কর্মরত মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিককে খুন করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল বেলডাঙায়। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেল অবরোধ করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। সাড়ে ৫ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। শনিবার বেলডাঙায় নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বেলডাঙার বড়ুয়া মোড় অবরোধ করেন কয়েকশো মানুষ। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। শুক্রবারের পর শনিবারও আক্রান্ত হন সাংবাদিকেরা।

অন্য দিকে, কৃষ্ণনগর থেকে লালগোলা পর্যন্ত ট্রেন না-চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব রেল। এর ফলে ওই অংশে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। শনিবার কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস তিন ঘণ্টা কৃষ্ণনগর সিটি জংশনে দাঁড়িয়েছিল। তার পর ট্রেনটিকে নৈহাটি-ব্যান্ডেল হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা করানো হয়েছে। বেলায় বিক্ষোভকারীরা বেলডাঙা স্টেশনের আগের রেলগেটের বুম ভেঙে দিয়েছিলেন। ভাঙা হয় স্টেশনের নিকটবর্তী ট্রেনের একটি সিগন্যাল পোস্টও। এগুলি মেরামত করে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করতে সময় লাগবে বলে রেল সূত্রে খবর।

পুলিশ সুপার বলেন, ‘অবরোধ হয়েছিল এটা ঠিক। আমরা এসে তুলে দিয়েছি। পরিস্থিতি নর্মাল হয়ে গিয়েছে। আমরা আছি। পুলিশ আগে থেকেই ছিল। হঠাৎ করে তো লাঠি চালানো যায় না। আগে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। যখন দেখলাম এভাবে হবে না, ওদের অযাচিত কিছু চাহিদা ছিল। এরপর লাঠিপেটা করা হয়। ওরা পাথর ছোড়া শুরু করতেই লাঠিপেটা হয়। সিসিটিভি দেখছি, কয়েকজন বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আমরা বেশ কয়েকজনকে আটক করেছি। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।’

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছে পুলিশ। বেলডাঙার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার কুমার বলেন, ‘আমরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তাঁরা কোনও ভাবেই তাতে কর্ণপাত করছিলেন না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষপর্যন্ত আমরা লাঠিচার্জ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হই। এই মুহূর্তে এলাকায় কোনও পথঅবরোধ নেই।’

যখন সাংবাদিক নিগ্রহের সময় কেন চুপ ছিল পুলিশ জিজ্ঞাসা করা হলে পুলিশ সুপারের যুক্তি, ‘আগে থেকেই পুলিশ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে তো লাঠিপেটা করা যায় না তাই’।

দু’দিন ধরে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে বিক্ষোভ চলার পরেও পুলিশ কার্যকরী পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছিল। শনিবার দুপুরে অবশ্য পুলিশের বিশাল বাহিনী এলাকায় নামে। রেললাইন থেকে লাঠিচার্জ করে সরানো হয় বিক্ষোভকারীদের। অবরোধ হটাতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয়। পাল্টা লাঠিচার্জ করে পুলিশও। শুরু হয় ধরপাকড়। সেই সময়েই গ্রেপ্তার করা হয় ৩০ জনকে।

নৈরাজ্যের অবসান চান নমো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটমুখী বঙ্গে রেল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে ফের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার তাঁর অস্ত্র বেলডাঙার অশান্ত পরিস্থিতি। ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিককে খুন, তাঁদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দিন দুই ধরে জ্বলছে বেলডাঙা। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। রাস্তা, রেল অবরোধ। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে কার্যত গণপ্রহারের শিকার হতে হয়েছে সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিকদের। তাঁরা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এই পরিস্থিতিতে মালদহ থেকে মহিলা সাংবাদিককে নিগ্রহের তুমুল নিন্দা করলেন মোদী। বললেন, ‘একজন মহিলা সাংবাদিককে এভাবে মারা হল! তৃণমূলের গুন্ডারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই পরিস্থিতি বিজেপি ছাড়া আর কে বদল করবে?’

মোদী বলেন, ‘বাংলায় মেয়েদের কোনও সুরক্ষা নেই। তৃণমূলের গুন্ডারা এক মহিলা সাংবাদিককে নির্মমভাবে অত্যাচার করে মেরেছে।’ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে মা-বোনেদের উপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে, অপরাধের গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বেলডাঙার পরিস্থিতিকে তিনি ‘অগ্নিগর্ভ’ বলে উল্লেখ করেন। রাস্তা ও রেল অবরোধের মধ্যে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের উপর গণপ্রহারের অভিযোগও তোলেন মোদী। আহত সাংবাদিকদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গকে একই সুতোয় বেঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মালদহ-মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশকারীরা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘এই তৃণমূলের অত্যাচার একদিন শেষ হবে, পতন ঘটবেই।’ শেষে মোদীর স্পষ্ট বার্তা, ‘এই পরিস্থিতি বিজেপি ছাড়া আর কে বদলাবে? বাংলায় বিজেপি সরকার এলে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিজেপির ইন্ধনেই অশান্তি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙার অগ্নিগর্ভ ঘটনার মাঝেই শনিবার বহরমপুরে জনসভায় সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে নিজের দলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘বাংলায় নতুন এক গদ্দার তৈরি হয়েছে। বিজেপির বাবুদের ইন্ধনেই এই অশান্তি।’ অভিষেকের কড়া বার্তা, ‘কেউ উস্কানিতে পা দেবেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাই এখন প্রধান দায়িত্ব।’

এদিন হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের তীব্র বিরোধিতা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সপাট প্রশ্ন, ‘যে মঞ্চ থেকে মমতাকে গাল দিচ্ছেন, কে বানিয়েছে? হিন্দু না মুসলমান?’ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে বঙ্গ জয় করা যায়নি, যাবেও না।

শনিবার অভিষেক বহরমপুরের যেখানে রোড শো করেন, সেখান থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে বেলডাঙা। যেখানে গত ২ দিন ধরে জনবিক্ষোভে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে ব্যাপকভাবে প্রহৃত হয়েছেন সাংবাদিকরা। সাধারণ মানুষ বিপদে। শনিবার বঙ্গে এসে বেলডাঙা অশান্তির নেপথ্যে সরসারি তৃণমূলকে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডারাই একাজ করেছে। বহরমপুরের সভা থেকে বেলডাঙা নিয়ে পালটা বিজেপিকেই দুষলেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, ‘উস্কানি দিচ্ছে গদ্দাররা। তবে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। শান্ত থাকুন।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি বিভীষন সাহা পিতা-সন্তোষ সাহা, সাং-সন্ধ্যা মাঠপাড়া ঘূর্ণী ভীমপুর নদীয়া। আমার পিতার আসল নাম সন্তোষ সাহা। গত ৮/১/২৬ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট ফার্স্ট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা- সন্তোষ সাহা ও সন্তোষ সাধুখাঁ উভয়েই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলেন।

I, Sudhakar Pal, S/O- Bibhuti Pal at Vill Boltuli, PO- Kandi Balia, PS-Kandi, Dist-Murshidabad. That in my Aadhaar card 8671 2756 6724 my name is written as Sudhakar Pal but in the voter list in the year of 2002, Sl No 976 my name is written Sunil Pal. Swearing affidavit 54/26 before in the Notary public at Kandi I, Sudhakar Pal & Sunil Pal is same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ৩য়: অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
জে.মিস নং ২১/২০২৫ সাল
R. No. 87/2025
DF-24 12/26

শ্রী শ্রী ভাগবত জীউ ঠাকুরের পক্ষে সেবাইতগণ ১) শ্রী কেদার নাথ বেরা, ২)শ্রী পতিত পাবন বেরা ৩) শ্রী শ্যাম সুন্দর বেরা সর্ব পিতা-৺মধুসূদন বেরা, সাং- মালপাড়া, পোষ্ট-পারুই, থানা- মোহনপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর দীং .... দরখাস্তকারীগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানার মালপাড়া সাকিনের সর্ব সাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন উক্ত ঠাকুর জীউর নামিত নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুগনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- মালপাড়া, থানা- মোহনপুর,জে.এল. নং-৩৬১, খতিয়ান নং ১৭৯/১, ৫৮২ দাগে জল ৭১ ডে:, ৬০১ দাগে জল ১ এ: ২৯ ডে:

ইতি- অনুমত্যানুসারে
Subrata Sen (Bench Clerk I)
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ৩য়: অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, তাং-05/01/2026

AFFIDAVIT

I, **Alpana Chakraborty** W/O- Biswanath Chakraborty D/O- Shibsadhan Mukherjee R/O- Narajole, W.B.-721211, hereby declare that I will henceforth be known as Alpana Chakraborty, D/O Shibsadhan Mukherjee (Epic No WUQ3148848) as per Affidavit No.25905 sworn at Medinipur District Judges court on 8.12.2025

নাম-পদবী

আমি, DAUDALI (পুরানো নাম) পিতা- তফিলুদ্দিন, ঠিকানা- নর্থ কাজীপাড়া, কাজীপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৫। আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে MD DAUD ALI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। যেমনটি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ যার হলফনামা নম্বর ১০১৭ তাং- ইংরেজী ১৭/০৩/২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। DAUD ALI (পুরানো নাম) ও MD DAUD ALI (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

NOTICE

Notice is hereby given to public in general that original Register Deed of Sale dated 02.07.2021 and recorded as Book No. I, Volume No. 1301-2021, pages from 148528 to 148548 being No. 130107013 for the year 2021, registered before the office of D.S.R. Nadia, is lost from my client's i.e **SUBRATA GHOSH'S** custody, and accordingly a general diary vide GDE No. 850 dated 15.01.2026 was lodged before East Bidhannagar Police Station. If any person finds the title deed should intimate, to the undersigned, within 7 days from the date of publication of this notice, any subsequently claim will not be entertained.

Date : 17.01.2026
Place : Kolkata

SRIJIT SAHA (Advocate)
Chamber - "SARAF HOUSE" Gr. Floor, Room No. 28, 4/1, Red Cross Place, Kolkata - 700001
E-Mail - srijit.advocat@gmail.com
Mob :- +91- 8336071726

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই জানুয়ারি। ৪ঠা মাঘ। রবি বার। অমাবস্যা তিথি।জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(অমাবস্যার ব্রতপবাস ও নিশিপালন এবং মৌনী অমাবস্যা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি SAYED HALIM, পিতা- SAYED ABUL HASAN ঠিকানা- হরিপুর, কোতুলপুর, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪১ আমার ভোটার কার্ড-এ আমার নাম ও পিতার নাম ভুলবশতঃ যথাক্রমে SAYED MD. KOLIMULLAH (নাম) & MD. ABUL HASAN (পিতার নাম) লিপিবদ্ধ রয়েছে, সঠিক নাম SAYED HALIM ও SAYED ABUL HASAN এর পরিবর্তে, যা আধার (490461939901), প্যান (BKNPH0213C), ও অন্যান্য নথিতে রয়েছে ১৩/০১/২০২৬ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস লোয়ার ডিভিশন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্ট এফিডেফিট, vide no-85, বলে, SAYED HALIM ও SAYED MD. KOLIMULLAH এবং SAYED ABUL HASAN ® MD. ABUL HASAN এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Any body having any claim, demand, right, title or interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, lidense, tenancy, gift, charge, trust, e asement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be xxxx presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

Schedule: Mouza Talchinan Shanihati, J.L. No. 66, L.R. Khatian No. 1060, L.R. dag No. 3475, Sali land measuring an area 10.5 Satak out of 42 Satak. AND Mouza Talchinan Shanihati, J.L. No.56, L.R. Khatian No. 5342, L.R. Dag No. 3413 Sali measuring an area 35 Satak out of 69 Satak. AND Mouza Talchinan Shanihati, J.L. No.66, L.R. Khatian No. 203, 239, 523,1000, 1024, L.R. Dag No. 3429, area of land 50 satak "Sali" land. AND Mouza Talchinan Shanihati, J.L. 66, L.R. Khatian No.1124 L.R Dag No. 3492 area 31 Satak "Sali". AND Mouza Talchinan Shanihati, J.L. 66, L.R. Khati an No. 1328 L.R. Dag No.3493 Sali area 66 Satak.

Intending purchasers are requested to contacted vide **mobile No. 6291733583.**

Golok Chandra Ghosh (Advocate)
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) অমল ভক্ত, (২) কৃষ্ণ ভক্ত ও (৩) বিশ্বনাথ ভক্ত, সর্ব পিতা- ঁঅনিল চন্দ্র ভক্ত ওরফে অনিল ভক্ত, সর্ব সাং ভালুকা ঝাউতলাপাড়া, কোতয়ালী, নদীয়া, একটি সম্পত্তি যার L.R. খতিয়ান ৬৫, দাগ (R.S. ও L.R.) ৩১৪৩, পরিমাণ ৬০.৬৭ শতক, মৌজা ৬৮ ভালুকা, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, গত ১৮/২/২১ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে ২০৭৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে পরিতোষ সমাদ্দার পিতা- ঁলক্ষন সমাদ্দার, সাং-নিকুঞ্জনগর কলোনী, গোবিন্দপুর, শান্তিপুর, নদীয়া, ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এখন পরিতোষ সমাদ্দার উক্ত সম্পত্তির ৬.৬০ শতক পরিমাণ জমি, (১) শিবু ঘোষ, পিতা- অধীর ঘোষ ও (২) শম্পা ঘোষ, স্বামী- শিবু ঘোষ, উভয়ের সাং-এন সারদা নগর, চন্ডীবেড়িয়া, মিলনবাজার, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, ব্যক্তিগণকে গত ১০/৭/২৪ তারিখে A.D.S.R. কৃষ্ণনগর অফিসে ৬৯৪৩ নং কোবালা দলিল বলে বিক্রয় করেন। এখন সম্পত্তিটি শিবু ঘোষ ও শম্পা ঘোষ-এর নামে রেকর্ডভুক্ত করা হবে। এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

সুমন সাহা
অ্যাডভোকেট
কৃষ্ণলতার নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আসানসোল এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেঃ কৃত I-8232/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ১/ শ্রীমতী উমা কর্মকার পিতা স্বর্গীয় প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার সাং বর্মন বেকারী রোড, পোষ্ট বার্নপুর থানা হীরাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান ২/ সুভাষ চন্দ্র কর্মকার পিতা স্বর্গীয় প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার সাং ঝালদা পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১২, পোষ্ট ও থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া মহাশয় গন মনোহর কর্মকার পিতা স্বর্গীয় প্রহ্লাদ চন্দ্র কর্মকার সাং ঝালদা পৌরসভা ওয়ার্ড নং ১২, পোষ্ট ও থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তার দাতাগন পক্ষে নিযুক্তিয় উক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং কর্তৃক তাহাদের জেলা বাঁকুড়া, থানা ছাতনা এর অন্তর্গত মুরগাথোল মৌজার মধ্যে হাল এল. আর, মাপে ১৫৬ নং খতিয়ানভুক্ত বর্তমান হাল এল. আর. মাপে ১৭৬/৪৫৫ নং দাগে ০.০৩ একর সম্পত্তি ১/ শ্রী রাহুল কর্মকার পিতা কার্তিক কর্মকার ২/ রত্নাকর কর্মকার পিতা সুবোধ কর্মকার উভয়ের সাকিম মুর্গাথোল, পোঃ জোড়জীড়া, থানা ছাতনা, জেলা বাঁকুড়া পিন নং ৭২২১৩৭ মহাশয়গন বরাবর এ. ডি. এস. আর. বাঁকুড়া অফিসে রেঃ কৃত I-010205215/2025 নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাস মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড এল. আর. ও কে জানাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক নিয়মানুযায়ী কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI
ADVOCATE, BANKURA COURT

।। বিজ্ঞপ্তি।।

মহামান্য ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩২/২০২৪
দরখাস্তকারী শ্রীমত্যা সুষমা দালাল

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ০২/১১/২০২২ তারিখে সুনীল দালাল, সাং-নহুসেনপুর, পোঃ-বন্দীপুর, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, পরলোক গমন করায় তাহার সাকসেশন সার্টিফিকেট লইবার জন্য তাহার শ্রীমত্যা সুষমা দালাল, সাং-নহুসেনপুর, পোঃ-বন্দীপুর, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, তাহার মুরালীধর রতনলাল এক্সপোর্ট লিমিটেড, ইউনিট ইন্ডিয়া জুট মিল, শ্রীরামপুর হুগলী-তে গ্র্যাচ্যুইটি বাবদ ১১,৬৪২ টাকা ও পি.এফ. বাবদ ৭৭,১২৫ টাকা মোট ৮৮,৬৭৬ টাকার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, সেমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। উক্ত সময়ের পরে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

দরখাস্তকারীর তরফে
Dhiraj Sanbui
উকিলবাবুর সহি

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে নিলাক্ষী কুন্ডু, পিতা মৃত অশোক কুন্ডু, সাং- কৃষ্ণনগর, পোঃ ও থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী বিগত ইংরাজির ২১/০৬/২০২২ তারিখে এ্যা.ডি.এস.আর. জাঙ্গীপাড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ০৬১৫ নং ভলুমে ৫৪৯৫২ নং হইতে ৫৪৯৬৪ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ২২৪৬/২২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে সুমনা কুন্ডু, স্বামী মৃত অশোক কুন্ডু, সাং-কৃষ্ণনগর, পোঃ ও থানা-জাঙ্গীপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং ৭১২৪০৪, হাল সাং- ৬৭/ই বড় বাগান লেন, পোঃ ও থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, ৭১২২০৩ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। তপশীল ঃ- জেলা হুগলী, থানা জাঙ্গীপাড়া, অধিন মৌজা কৃষ্ণনগর, জে.এল. নং. ৫৬, হাল খতিয়ান নং ৭১১০, সাবেক ও হাল ৬৩২ দাগ, বাস্তু ১১ শতক মধ্যে ০২ শতক। অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় পর ক্রেতাগন তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. জাঙ্গীপাড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এক মাস মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি
সুমনা কুন্ডু
আমমোক্তার

NOTICE

Notice is hereby given that **Shefali Das** W/o Amar Das, of 447, 3 No. Natungram, P.O. Morepukur, P.S. Rishra, Dist. Hooghly, Pin 712250, an owner of landed property measuring 10 Chataks, situated at Mouza Rishra, J.L. No. 27, R. S. Dag No. 1061, R. S. Khatian No. 40, L. R. Dag No. 11186, L. R. Khatian No. 2411, Holding no. 447, Natungram, P.O. Morepukur, P.S. Rishra, District Hooghly, Pin-712250, under Rishra Municipality, by virtue of **registered deed of Gift being no. 2018 of 2022**, registered at A.D.S.R. Serampore. The said gift deed is lost from my client's custody and subsequently a General Diary lodged at **Rishra P.S**. vide **GDE No. 362, dated-08/01/2026.** Therefore, if any person/s receive the same or having any claim, of any nature whatsoever against in respect of the said property is hereby requested to notify the same in writing to the undersigned with supporting documentary evidence within 07 days from the date hereof, failing which no such claims, demands, objections, etc. shall be entertained.

EJAZ AHMED (Advocate)
Serampore Court District Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

=বিজ্ঞপ্তি=

পাওয়ার দাতা:- (১) বাদল বালা কুন্ডু স্বামী- চৈতন্য চরন কুন্ডু (২) বেলা ভুঁই, স্বামী: কার্ত্তিক ভুঁই (৩) পুষ্প দে, স্বামী বিশ্বনাথ দে, সর্ব্ব সাং-গোবিন্দপুর, পো: নবজীবনপুর, থানা:- ওন্দা, জেলা: বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- শ্রী মুরুলি দে, পিতা: স্বর্গীয় করালী দে, সাকিম-গোবিন্দপুর, পো: নবজীবনপুর, থানা:- ওন্দা, জেলা: বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা-শ্রী স্বপন লোহার, পিতা: স্বর্গীয় টিরু লোহার, সাং-গোবিন্দপুর, পো: নবজীবনপুর, থানা:- ওন্দা, জেলা: বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-Book IV 010800034 Date -09.07.2015 পরিমান- ৪ (চার) শতক। দলিল নং- I-010800613/2016, Date - 22.08.2016, তপশীল:- মৌজা- গোবিন্দপুর, জে.এল- ২২৩, দাগ নং- ৪২৭, খতিয়ান নং ১৮০, পরিমান-৪ (চার) শতক।

=বিজ্ঞপ্তি=

পাওয়ার দাতা:- (১) শ্রী শিবশান্তি হাজরা, পিতা- স্বর্গীয় মহিমা মুকুল হাজরা পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী হরেন্দ্র কুমার দে, পিতা:- স্বর্গীয় নিশিকান্ত দে, সাং+পো:- রামসাগর, থানা: ওন্দা, জেলা:-বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা- (১) শ্রী শ্যামল কুমার দত্ত, পিতা-গৌতম দত্ত (২) শ্রী কমলাকান্ত দত্ত, উভয়ের পিতা: স্বর্গীয় অনাদিচরন দত্ত, সাং:- বিদ্যানন্দপুর, পো: থানা: সোনামুখী, জেলা: বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, পিতা: রাখাল চন্দ্র মন্ডল, সাং:-সিংহাটি, পো:-রামসাগর, থানা:-ওন্দা, জেলা: বাঁকুড়া, পিন নং-৭২২১৪৭ পাওয়ার নং-787/1988 তারিখ - 22.04.1988, পরিমান- ৮ শতক, দলিল নং-I-494/2006, তারিখ -31.03.2006, তপশীল:- মৌজা- সিংহাটী, জে.এল- ২৫৪, দাগ নং ৭৫, খতিয়ান নং- ১৩০, পরিমান ৮ শতক। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

SANDIP DAS, District Judge's Court, Bankura

NOTICE

This is to inform that, my client **Zakir Hussain** S/o Tahir Ali, R/o- Debalpur, P.O-Kharagpur, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721301 executed General Power of Attorney in respect of 5.15 Dec. property, vide Deed No IV-9164/25 on dated 26/11/25 at Kharagpur A.D.S.R in favour of **Kurban Ali** S/o Sk. Ahmed Ali in respect of 5.15 Dec. property, R.S. Plot No. 14, L.R- 57 & 58, Khatian No. 1365/1/1, L.R. 2939, J.L. No. 232, Mouza - Inda, P.S.- KGP(T), Dist - Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 5.15 Dec. area of the said property to **Sabir Ali** S/o Sek Saokat Ali R/o-ChakSantra, P.O : Lakhichak, P.S.- Kharagpur (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-9778/25 Dated 23/12/2025 at Kharagpur A.D.S.R.

That, if any person have any objection, then he / she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his / her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

প্রাক্তন প্রেমিকাকে হুমকি, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: প্রাক্তন প্রেমিকাকে আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি দেখিয়ে খুনের হুমকি দিয়ে পুলিশের জালে অভিযুক্ত সহ তিন দুষ্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার দুটি বন্দুক ও তিন রাউন্ড গুলি। সোনারপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তদের । ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সোনারপুরের ঘাসিয়ারা এলাকায়। ধৃতদের শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুচিস্মিতা সর্দার নামে এক তরুণী সোনারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন প্রেমিক গৌতম গায়েনের বিরুদ্ধে। অভিযোগে তিনি জানান যে অভিযুক্ত বিগত কয়েক মাস ধরে তাঁকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে আসছিল এবং অর্থের দাবিতে তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতনও করে। অভিযোগকারিণী টাকা দিতে অস্বীকার করলে এবং তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলে, গত ১৪ জানুয়ারির সন্ধ্যায় অভিযুক্ত গৌতম সোনারপুর থানার অধীন ঘাসিয়াড়া এলাকায় তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে মারধর করে এবং ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়। সেই সময় অভিযুক্ত তাঁর মোবাইল ফোনে আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি দেখায়। সেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে খুনের হুমকি দেয় শুচিশ্মিতাকে। এরপরেই সোনারপুর থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। অভিযোগ পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নামে। গত ১৫ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা হয় গৌতমকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ হাসু রহমান লস্কর ও মনিরুল শেখ নামে জয়নগর থানার বহুরু এলাকার দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড গুলি। কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র তাঁরা পেল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তাঁদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার জনতা উৎখাত করবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার জনতা উৎখাত করবে। শনিবার জগদ্দলের সার্কাস মোড়ের ১০ নম্বর গলিতে দলের তরফে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, বাংলার জনতা মমতা ব্যানার্জিকে উৎখাত করবে। তাঁর অভিযোগ, বেলডাঙায় লুঙ্গি বাহিনী তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। আর পুলিশ বসে বসে তামাশা দেখছে। ফারাক্কা-সহ আমডাঙা ও উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, যাঁরা বন্দেমাতরম ধ্বনি দেবে না। তাঁদের জন্য পাকিস্তানের দরজা খোলা আছে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এদিন আক্ষেপের সুরে বলেন, পুরো বাংলা জুড়ে ডেমোগ্রাফি বদলের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই নয়টি জেলার ডেমোগ্রাফি বদলে গিয়েছে। ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের সনাতনীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, আপনাদের সম্পত্তি কেউ মুসলিমদের কাছে বিক্রি করবেন না। সম্পত্তি বেচলে আপনাদের এঁরাই তাড়িয়ে ছাড়বে। প্রসঙ্গত, এদিন মালদার সভা থেকে জুট শিল্প পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ঘাসফুল সরকারকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জুট শিল্পের উন্নয়নে তৃণমূল সরকার কিছুই করেনি। বাংলার যুবকদের রুটি-রোজগারের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, মালদায় এসে প্রধানমন্ত্রী যেমন জুট শিল্প বাঁচানোর কথা বলেছেন। তেমনি বাংলায় শিল্প আনার কথাও বলেছেন। শাসকদলকে নিশানা করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, বিপন্ন জুটমিল শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল নেতারা একটাও শধ

খরচ করছে না। যদিও প্রথমবার সাংসদ হওয়ার পর জুট শিল্পের উন্নয়নে তিনি সংসদে আওয়াজ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি, বাংলা থেকে তৃণমূল বিদায় নিলেই জুট শিল্পের পাশাপাশি পুরসভার হালও বদলে যাবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুর বিদ্রোহের মাটি। এই ব্যারাকপুরের মাটি থেকেই মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। আর জগদ্দল লড়াইয়ের শক্ত ভূমি। জগদ্দলের মানুষ লড়তে জানে। জগদ্দলের মানুষ জবাব দিতেও জানে। এদিন পরিবর্তন সংকল্প সভার পাশাপাশি অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং ও সন্তোষ রায়, কাউন্সিলর সত্যেন রায়, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, জনক মাস্টার, উমেশ রায়, পরমেশ্বর সিং, রমেশ যাদব, আইনজীবী রাকেশ সিং, বিনয় মণ্ডল, রাজু শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

বেলডাঙা অশান্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন, চিঠি রাজ্য সরকারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর চলাকালীন বেলডাঙায় সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আরো যত্নবান হতে অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি এবং সব জেলাশাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এসআইআর চলাকালীন যেন কোনও ধরনের অশান্তি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, চিঠিতে সেই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের উপর স্পষ্টভাবে আরোপ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপিকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা তাঁদের দায়িত্ব। কোনও এলাকায় হিয়ারিং কেন্দ্র ঘিরে যাতে পুনরায় অশান্তির ঘটনা না ঘটে, সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার জেলাশাসকদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সহ সামগ্রিক রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে সিইও দপ্তরকে। প্রথম সপ্তাহের রিপোর্টে চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলডাঙার অশান্তির বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।

রবিবার মানেই কি রাস্তা বন্ধ? আট ঘণ্টা স্তব্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, ক্ষোভে নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফের আট ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া সংযোগের অন্যতম প্রধান শিরা বিদ্যাসাগর সেতুতে চলবে না কোনও যান। সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের যুক্তি সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত হলেও, কাজের গতি ও পরিকল্পনা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, সেতুর দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার স্বার্থেই এই কাজ জরুরি।

কিন্তু যাত্রীদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এক বছর পেরিয়েও সংস্কার শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ জমছে। এক নিত্যযাত্রীর কথায়, কাজ চলছে শামুক গতিতে, ভোগান্তি যেন নিত্যসঙ্গী।

প্রায় প্রতি রবিবার সেতু বন্ধ থাকায় সবচেয়ে বিপাকে কর্মজীবীরা। স্বাস্থ্যকর্মী থেকে পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মীরা প্রশ্ন তুলছেন; রবিবার কি সব জরুরি কাজ বন্ধ থাকে?

বাধ্য হয়ে হাওড়া ব্রিজ বা দীর্ঘ বিকল্প পথে যাতায়াত করতে গিয়ে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে। পরিকল্পনার অভাব আর অনিশ্চিত সময়সীমাই আজ বিদ্যাসাগর সেতুকে উন্নয়নের প্রতীক নয়, ভোগান্তির নামান্তর করে তুলেছে; এমনটাই মত যাত্রীদের একাংশের।

নদীর জলে রাজকীয় অবসর, পর্যটকদের ক্যামেরায় সুন্দরবনের দক্ষিণরায়ের জলকেলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: সুন্দরবনের জঙ্গলে ফের ধরা পড়ল রাজকীয় মুহূর্ত। পীরখালি চার নম্বর জঙ্গলে শুক্রবার বিকেলে পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দি হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। নদীর জলে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা দক্ষিণরায়ের সেই দৃশ্য মুহূর্তেই রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয় নৌকোয় থাকা পর্যটকদের মধ্যে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষায়, বাঘটা বেশ কিছুক্ষণ জলেই ছিল, কখনও নড়েনি, যেন আমাদের দেখছিল।

কিছুক্ষণ জলকেলির পর বাঘটি নদীর পাড় ঘেঁষে ঘোরাফেরা করে, কখনও গাছের আড়ালে, কখনও খোলা জায়গায়। তবে পর্যটকদের উত্তেজনায় ওঠা চিৎকার ও বোটের শব্দে আচমকাই জল ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে সরে যায় সে। অনেকেরই দাবি, সুন্দরবনে বারবার এলেও এত কাছ থেকে আগে কখনও বাঘ দেখিনি। বন দপ্তরের মতে, পর্যটন জোনে বাঘের চলাচল বাড়ছে, সংখ্যাও স্থিতিশীল; এটা পরিবেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ। একই সঙ্গে পর্যটকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, বন্যপ্রাণী বিরক্ত করা চলবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণরায়ের এমন অবাধ বিচরণই প্রমাণ করে; সুন্দরবনের প্রকৃতি এখনও সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে।

ভক্তির পথে মায়াপুর, জয়রামবাটি ট্রেনে মিলল বিশ্বাসের নতুন সংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মায়াপুর: শনিবার মায়াপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু হতেই আধ্যাত্মিক বাংলার মানচিত্রে যোগ হল এক আবেগঘন অধ্যায়। রেল কর্তৃপক্ষের ভাষায়, এটি শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা নয়, ভক্তির দুই মহাকেন্দ্রের হৃদয়ের যোগ। একদিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত মায়াপুর, অন্যদিকে মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি জয়রামবাটি;এই দুই তীর্থকে যুক্ত করল লৌহপথ।

ভক্তদের মতে, এতদিন এই যাত্রা ছিল কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। নতুন ট্রেন চালু হওয়ায় সেই দুর্ভোগ কাটল। এক প্রবীণ ভক্তের কথায়, এবার ভক্তি নিয়ে ছুটতে আর বাধা রইল না। রেল প্রশাসনের দাবি, এই পরিষেবা তীর্থযাত্রীদের আবেগকে সম্মান জানিয়ে পরিকল্পিত।

মায়াপুর ও জয়রামবাটির মধ্যে এই রেলসংযোগকে তাই নিছক উন্নয়ন নয়, বরং আধ্যাত্মিক বাংলার আত্মিক বন্ধন দৃঢ় করার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন ভক্তসমাজ।

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

"বাংলার উন্নয়নই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে এবং আজকের এই উদ্বোধন সেই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে"

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের বন্দর, নৌপরিবহন, জলপথ ও রেল খাতে ৮৩০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এক পরিবর্তনকারী উপহার

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আইডক্লুটি টার্মিনাল ও রোড ওভারব্রিজ সহ বলাগড়ে সম্প্রসারিত পোর্ট গেট সিস্টেম

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট অথরিটি, কলকাতার ক্ষমতা বৃদ্ধি
- কলকাতার যানজট হ্রাস
- কন্টেনারে পরিবাহিত কয়লা এবং সাধারণ পণ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ আরও মসৃণভাবে পরিচালন
- লজিস্টিক ব্যয় হ্রাস এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

উদ্বোধন

জয়রামবাটী ও ময়নাপুরের মধ্যে নতুন রেল লাইন

- বাঁকুড়া জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য দ্রুত ও সুবিধাজনক রেল যোগাযোগ
- জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের মত তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াত সহজতর হবে
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির অধিক সহজলভ্যতা
- আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন এবং জীবিকার জন্য নতুন সুযোগ

প্রবর্তন

কলকাতায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান

- ৫০ জন যাত্রীর জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনসহ পরিবেশবান্ধব জলযান
- ভ্রমণের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে কমায় এবং সড়ক পরিবহনের উপর চাপ হ্রাস করে
- অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সজ্জিত
- পর্যটন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে

শুভ সূচনা

কলকাতা (সাঁতরাগাছি)-তাম্বরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (হাওড়া)-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (শিয়ালদহ)-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
জয়রামবাটী-ময়নাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন

- দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও নিরাপদ বিকল্প
- বাণিজ্য, ব্যবসা এবং যাত্রী চলাচল উন্নত করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর সাথে উন্নত সংযোগ স্থাপন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দ্বারা

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

রচনা ব্যানার্জী
সাংসদ

সৌমিত্র খাঁ
সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার | রবিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | বেলা ৩টা | সিঙ্গুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদকীয়

নোবেল নিয়ে এই নাটক খারাপ নজির, বাড়ছে বিতর্ক

নিজের পাওয়া নোবেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দান করে বিশ্বব্যাপী এক নয়া বিতর্কের জন্ম দিলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীনেত্রী তথা ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মারিয়া মাচাদো। এভাবে একজনের পাওয়া নোবেল পুরস্কার কি অন্য কাউকে দেওয়া যায়? উঠছে প্রশ্ন। উল্টোদিক থেকে সেটা এভাবে কেউ নিতে পারে কিনা সে প্রশ্নও উঠছে। তাহলে পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ইতিহাসে কারই বা নাম থাকবে? পুরস্কার মূল্যও কি হস্তান্তর করা হবে? এইরকম হাজারো প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে নরওয়ের নোবেল কমিটি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাঁরা মাচাদোকেই নির্বাচিত করেছেন, তাঁকেই সম্মানিত করেছেন। তবে পুরস্কার প্রাপক তাঁর পুরস্কারের স্মারক, বা পুরস্কার মূল্য নিয়ে কী করবেন তা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য নেই। এ নিয়ে নোবেল কমিটির কোনও গাইডলাইনও নেই। পুরস্কারজয়ী তাঁর পুরস্কার নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে।পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের কোনও বক্তব্য নেই। তবে নোবেল কমিটি এই বিবৃতিতে কোথাও মাচাদো বা ট্রাম্পের নাম বলেনি। তবে নোবেল কমিটির এই বিবৃতির পরও নোবেল বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণই নেই। গোটা বিশ্বই কার্যত তাজ্জব বনে গিয়েছে মাচাদো ও ট্রাম্পের আচরণে। ট্রাম্প যে ভাবে অম্লান বদনে মাচাদোর দেওয়া নোবেল গ্রহণ করেছেন বিশ্বজুড়ে তার সমালোচনা চলছে। ট্রাম্প অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তিনি আপাতত ভেনেজুয়েলায় নিজের একটি পেটোয়া সরকারকে বসাতে যাবতীয় মনোযোগ দিয়েছেন। সে দেশের খনিজ তেলের ভাণ্ডারের ওপর নিজেদের দখল আরও শক্তপোক্ত করতে এখন যা সবচেয়ে জরুরি। কারাকাস থেকে সর্বশেষ যা খবর আসছে তাতে ট্রাম্প প্রশাসন এখন মাচাদোর দিকেই ঝুঁকে কারণ, মাচাদো প্রথম থেকেই মাদুরোর বিরোধী। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ট্রাম্পের পয়লা নম্বর পছন্দ। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকতে নোবেল পুরস্কারকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা না হলেই বোধহয় ভালো হত। এটা খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে রইল আগামী প্রজন্মের জন্য।

শব্দছক ৪৭

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. দরকার ৩. কারোর ভাগ হাতানোর চেষ্টা ৫. বাক্যব্যায় ৬. হস্তী ৮. বন্ধু ১০. আসল নয় ১২. সমস্ত তলের সর্বনিম্নটি ১৪. শক্তি-প্রয়োগ ১৫. কিছু হতে পারার সম্ভাবনা ১৬. দয়াধারী নারী ১৮. প্রণয়কারিণী ১৯. মহাদেব ২০. নিশানা ২২. বাঁচানো ২৩. মাখন ২৪. লোভের বশবর্তী

ওপর-নিচ: ১. রীতি ২. পর্বত ৩. মেঘ বা বৃষ্টি ৫. গোর ৭. জনসমাগমের প্লাবন ৮. স্বল্প খরুচের বিষয় ৯. ভাদ্রের ফল ১১. কর্ম-র কাব্যরূপ ১৩. বাসস্থানের ঘর ১৬. জ্বালা-যন্ত্রণা ১৭. সহিষ্ণুতা ১৮. সর্বোপরি ২১. রম্ভা ২২. নিয়োজিত

সমাধান ৪৬ — পাশাপাশি: ১. বল ৩. প্রকাশ ৬. নয়ন ৮. সত্য ৯. লবঙ্গ ১০. আরবি ১২. হারা ১৩. ভাবা ১৪. রাজ্যহারা ১৬. সসীম ১৮. গান ১৯. নবান্ন ২১. কানন ২২. গদা

ওপর-নিচ : ১. বনজ ২. লয় ৪. কাজল ৫. নিত্য ৭. নজর ৮. সঙ্গহারা ১০. আবাসন ১১. বিরামহীন ১৫. হাসন ১৭. অন্নদা ১৮. গাধা ২০. বাগ

জন্মদিন

১৯৩৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরবাহাদুর সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিনোদ কাম্বলির জন্মদিন।*

১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মনিকা বেদির জন্মদিন।*

বিনোদ কাম্বলি

মাস্টারদা সূর্য সেন

নির্ভয়ে গেলেন ফাঁসির মঞ্চে

এস ডি সুব্রত

১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি দিবস। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে সূর্য সেন ও বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তাদের উপর ব্রিটিশ সেনারা নির্মম অত্যাচার করে। ব্রিটিশরা হাতুড়ী দিয়ে তাদের দাঁত ও হাড় ভেঙে দেয়। হাতুড়ী দিয়ে ইচ্ছে মতো পিটিয়ে অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের এক পর্যায়ে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর তাদের অর্ধমৃত দেহগুলোকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে পুরো মৃত্যু নিশ্চিত করে জেলা খানা থেকে ট্রাকে তুলে চার নং স্টীমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর মৃতদেহ দুটোকে বুকে লোহার টুকরো বেঁধে বঙ্গপসাগর ও ভারত মহাসাগর সংলগ্ন একটি জায়গায় ফেলে দেয়া হয়। যাতে কেউ মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের মৃত দেহও খুঁজে না পায়।

মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন বিপ্লবী, 'যুগান্তর' দলের চট্টগ্রাম শাখার প্রধান এবং ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান সংগঠক। পুরো নাম সূর্যকুমার সেন। ডাক নাম কালু। ২২ শে মার্চ ১৮৯৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাস্টার দা সূর্য সেন। পরিবারে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। পিতা রাজমনি সেন ও মাতা শশী বালা সেনের চতুর্থ সন্তান ছিলেন। তাঁরা মোট দুই ভাই ও চার বোন ছিলেন। মাস্টার দা সূর্য খুব অল্প বয়সেই তাঁর মাতা-পিতাকে হারান । তিনি তাঁর কাকা গৌরমনি সেনের কাছেই বড় হন। ছোট বেলা থেকেই সূর্য সেন পড়াশোনার দিকে পারদর্শী ছিলেন। তিনি দয়াময়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি হরিশদত্তের ন্যাশনাল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তত কালীন বাংলার বিখ্যাত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। এখানে তিনি এফ. এ. পাশ করে ও বি.এ-তে ভর্তি হন। বেশ কিছু কারণে তাঁকে এই কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ফলে, তাঁকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে থেকে তাঁর বি.এ কমপ্লিট করতে হয়।ব

হরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ কমপ্লিট করার পর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এসে হরিশদত্তের ন্যাশনাল স্কুলেই শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায় ফলে তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন।

মাস্টার দা সূর্য সেন বিবাহ করার পক্ষে ছিলেন না। তবে চন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য আত্মীয়দের চাপে তিনি ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কানুনগোপাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের ষোল বছরের কন্যা পুষ্পকুন্তলা দত্তকে বিয়ে করেন। তবে তিনি তাঁর বিবাহের তিন দিন পরেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। ১৯২৬ সালে তাঁর স্ত্রী টাইফয়েড রোগে মারা যান। বহররমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়াশোনা করার দরুন তিনি যুগান্তর দলের সদস্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সন্নিকটে আসেন এবং বিপ্লবি ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হন। এর পর ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে ফিরে এসে তিনি অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেন। শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে অন্যান্য বিপ্লবীরা মাস্টার দা নাম দেন। ১৯১৯ সালের পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ছাত্ররা ক্লাসবর্জন সহ সভা-সমাবেশ করে। সভায় সূর্যসেন তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী আফ্রিকা থেকে এসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষ উজ্জীবিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালত বর্জন, সভা-সমাবেশ বক্তৃতাসহ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

এ সময়ের দুটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। (১) ব্রিটিশ মালিকানাধীন জাহাজের শ্রমিকদের সফল ধর্মঘট এবং (২) ব্রিটিশ মালিকানাধীন সিলেট ও কাছাড়ের চা বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘট ও চাঁদপুরে ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর পুলিশ এবং গোর্খা সৈন্যদের গুলিবর্ষণে অনেকের হতাহত হওয়ার ঘটনা। এ ঘটনার প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট শুরু হয়। এর ফলে চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপত ও শেখ-ই-চাটগ্রাম কাজেম আলী মাস্টারের পাশাপাশি মাস্টারদা সূর্যসেন এর নামও ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং দেওয়ানবাজার এলাকায় 'সাম্যশ্রম' নামের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকেই তিনি কংগ্রেসের কাজ ও গোপনে বিপ্লবীদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গান্ধীজীর স্বরাজ অর্জিত না হলেও বাংলার বিপ্লবীরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে সংকল্পবদ্ধ হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদা এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। বিপ্লব পরিচালনার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল বলে তাঁরা প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের চট্টগ্রাম কোষাগার লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। সূর্যসেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের জন্য ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কসরতের নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি নদীতে সাঁতার কাটা, নৌকা বা সাম্পান চালানো, গাছে আরোহণ করা, লাঠি খেলা, ছোরা নিক্ষেপ, মুষ্টিযুদ্ধের মত শারীরিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে নির্দেশ দেন। সেখানে তিনি বিপ্লবীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির প্রশিক্ষণ দেন। চট্টগ্রামে তিনি 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' এর একটি শাখা গড়ে তোলেন।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এতে সূর্যসেন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। একই বছর ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে একটানা ৬৩ দিন অনশন করে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মারা যান। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা বাংলায় প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় নেতা সূর্যসেন বিপ্লবের পরবর্তী কার্যক্রমের পরিকল্পনা সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেন। এর জন্য তাঁরা 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে হামলার দিন নির্ধারণ করা হয় ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু পুলিশী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় এর তারিখ পিছিয়ে যায়। এ সময়েই গঠিত হয় সূর্যসেন এর গোয়েন্দা দল। গোয়েন্দা দলের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তাঁদের প্রস্তুতি চলে। সূর্যসেন গোপনে ইস্তেহার প্রচার করেন। এতে তিনি কৌশল হিসেবে প্রচার করেন যে, ২১ এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের গান্ধী ময়দানে বিপ্লবীরা নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে আইন অমান্য করবেন।

১৩ ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে টাইগার পাস এর মোড়ে সূর্য সেনের গুপ্ত সমিতির সদস্যরা পাহাড়তলীতে অবস্থিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের বেতনের ১৭,০০০ টাকার বস্তা ছিনতাই করে ছিলেন। এবং এই ঘটনার কারণে কিছু দিন পরে গুপ্ত সমিতির গোপন বৈঠক চলাকালীন সেখানে পুলিশ চলে আসে এবং গুপ্ত সমিতির সদস্য ও পুলিশের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যাই। এই ঘটনাটিই আগরখানা পাহাড় খন্ডযুদ্ধদ নামে পরিচিত।

বিদ্রোহকে আরো তীব্র করার জন্য মাস্টার দা সূর্য সেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চ গঠন করেন এবং ঠিক করা হয় যে ১৮ ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে চারটি দল মিলে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী একদল বিপ্লবী রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে নেয়। এর ফলে চট্টগ্রাম সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্য একটি দল চট্টগ্রামের নন্দনকাননে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিসে আক্রমণ করে সব যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দেয় এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আরেকটি দল পাহাড়তলীতে অবস্থিত চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করে সেখান থেকে উন্নতমানের রিভলবার ও রাইফেল লুণ্ঠন করে নেয়। এবং একদল বিপ্লবীরা দামপাড়ায় পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাক দখল করে নেয়। এই ঘটনার কারণে চট্টগ্রাম প্রায় চার দিনের জন্য ইংরেজ মুক্ত হয়ে যায়। ২২ শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থান করছিল তখন সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যরা তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং দুই ঘণ্টার যুদ্ধের পর ব্রিটিশ বাহিনীর ১০০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন শহীদ হন। এই ঘটনাটিই 'জালালাবাদ যুদ্ধ' নামে পরিচিত। আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার কারণে মাস্টার দা সূর্য সেন কে ১৪ ই আগস্ট ১৯৩৩ সালে প্রাণদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। এর পর ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেনকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এক এক করে ছিটকে গেছেন সবাই। কেউ ধরা পড়েছেন, কেউ বা গুলিতে বা সায়ানাইডের বিষে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। কেউ বা একইরকমভাবে আত্মগোপন করে আছেন। সূর্য সেনকে খোঁজার জন্য তখন সমস্ত জায়গায় ঘুরছে পুলিশ। প্রতিটা বাড়ি, জঙ্গল, পাহাড়; সবকিছু তোলপাড় করে ফেলা হচ্ছে। কোথায় তিনি?

মাস্টারদা তখন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিবার। কেউ পুলিশের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করছে না। করবেই বা কেন? মাস্টারদা'কে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবেন সবাই। তখন ১৯৩৩ সাল। বিপ্লবী দলের কর্মী ব্রজেন সেন সূর্য সেনকে নিয়ে এলেন নিজের গৈরালা গ্রামে। ওই গাঁয়েরই বিশ্বাস বাড়ির বউ ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। এতটুকুও ভয় পেলেন না ওই মহিলা। প্রাণ থাকতে মাস্টারদাকে ধরা পড়তে দেবেন না। সেই অনুযায়ী ব্রজেন সেনের সঙ্গে চলত শলাপরামর্শ । এই পুরো ব্যাপারটাই সন্দেহজনক লাগল নেত্র সেনের। সম্পর্কে ব্রজেনের দাদা-প্রতিবেশী এই মানুষটি ভেবে পেলেন না, কী এমন আলোচনা চলে ছোটো ভাই আর স্ত্রীয়ের মধ্যে! মাঝে মাঝে খাবার নিয়েও কোথায় একটা যায়। কার জন্য এমন আয়োজন? তক্কে তক্কে ছিলেন নেত্র সেন। একদিন স্ত্রীয়ের মুখ থেকেই বেরিয়ে এল সেই 'গোপন' কথা। স্বয়ং মাস্টারদা রয়েছেন যে তাঁর আশ্রয়! তাঁকেই সমস্তভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। চোখ চকচক করে উঠল নেত্র সেনের। আনন্দে তো বটেই; তবে এই আনন্দ লোভের। মদ আর জুয়া সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে। দশ হাজার টাকায় বাকিটা চলবে ভালোই । বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নেত্র। এদিকে স্ত্রীরও সরল বিশ্বাস, স্বামী আর যাই করুক, মাস্টারদা'র প্রতি তাঁর সম্মান অনেক। যাবতীয় 'কাজ' করে ঘরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন নেত্র। অবশেষে রাত এল। ক্রমশ তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন ওয়ামসলী'র নেতৃত্বে এক বিশাল গোর্খা বাহিনী। গোটা তল্লাট ঘিরে ফেলেছে তাঁরা। কথামতো নেত্র সেন সিগন্যাল দিচ্ছে। আচমকা সেই দৃশ্য নজরে এল ব্রজেনের। দাদা এ কী করছেন? মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সবটা। আগে মাস্টারদাকে বাঁচাতে হবে। তৈরি থাকতে হবে বন্দুক নিয়ে। শুরু হল গুলিবর্ষণ।

শেষ চেষ্টার সুযোগও পাওয়া গেল। বাড়ির পাশেই রয়েছে বেড়া। তারপর এঁদো পুকুর, ময়লায় ভর্তি। তা হোক, এই দুটো পেরোলেই রেহাই পাওয়া যাবে। ব্রজেন সেন আর সুশীল দাশগুপ্ত সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কল্পনা দত্ত-সহ আরও কয়েকজনকে ওপারে নিয়ে গেলেন। মাস্টারদাকে নিয়ে যাওয়ার সময়ই গুলি এসে হাতে লাগে। পড়ে যান সুশীল। মাস্টারদা তা সত্ত্বেও চেষ্টা করে যান। যদি পালানো যায়! ওপারেও পৌঁছে গেলেন; কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, নিয়তি। এক গোর্খা সেনার গায়ে গিয়ে পড়লেন সূর্য সেন। দীর্ঘ কয়েক বছরের অপেক্ষার পর, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন তিনি।

ব্রিটিশদের ঘোষিত দশ হাজার টাকার লোভে বাঙালি নেত্র সেন মাস্টার দাকে ধরিয়ে দিলেন ।

২ চর্চাবাসর

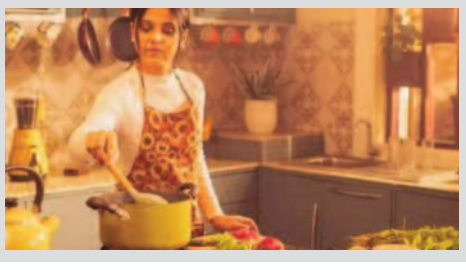

হৃষীক (ইন্দ্রিয়) + ঈশ = হৃষীকেশ। ভিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণর অপর নাম হৃষীকেশ। আবার হেঁসেল (রান্নাঘর) কথাটা এসেছে 'হাঁড়িশাল' থেকে। ('সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', পৃ ৭২৪)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ৪ মাঘ ১৪৩২ রবিবার

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে ফের প্রশাসনকে দুষলেন শুভেন্দু

মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ভেকধারী হিন্দু’ বলে কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, গত দু'দিন ধরে ফারাক্কা থেকে চাকুলিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় কার্যত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়েছে। পরিস্থিতিকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন ‘দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া অরাজকতা’ বলে।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জাতীয় সড়ক দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ। দুষ্কৃতীদের লাগাতার পাথরবৃষ্টি চলছে। ট্রেন পর্যন্ত জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই এলাকায় পুলিশের কোনও দৃশ্যমান তৎপরতা নেই, ফলে গোটা অঞ্চল গুন্ডা ও সমাজবিরোধীদের দখলে চলে গেছে। এই পরিস্থিতিতে হাজার হাজার যাত্রী চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, মানুষ ভীত, খাবার-জল ছাড়াই আটকে রয়েছেন। কোথাও কোনও স্বস্তির ইঙ্গিত নেই। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি সরাসরি আবেদন জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অবিলম্বে বাহিনী নামিয়ে এলাকা পুনর্দখল করা হোক। একই সঙ্গে তিনি গুরুতর অভিযোগ তোলেন শাসকদলের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য প্রশাসনের কবজা আলগা হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গাবাজ ও সমাজবিরোধীরা মাথাচাড়া দিচ্ছে, কারণ তাঁরা শাসক দলের মদত পাচ্ছে। সেই কারণেই ইচ্ছেমতো অশান্তি ছড়ানোর সাহস দেখাচ্ছে। বিরোধী দলনেতার দাবি, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট, এটা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটাই প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্ন ছবি।

অন্যদিকে, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের দিনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে ঝড় তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি কটাক্ষ করে তিনি বলেন, হিন্দুদের লজ্জা মমতা। তাঁর অভিযোগ, হিন্দু ভোটব্যাংকে টান পড়তেই ধর্মীয় প্রতীককে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা চলছে, কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে দ্বিচারিতা। শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠে আসে, শিলান্যাসের মতো হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ‘দোয়া’ শব্দ ব্যবহারের আহ্বান বাঙালি হিন্দু সমাজের ভাবধারার সঙ্গে অসংগত। তাঁর ভাষায়, এটা দু'দিক সামলানোর কৌশল; না শ্যাম রাখা যায়, না কুল। আরও একধাপ এগিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ভেকধারী হিন্দু আখ্যা দিয়ে সতর্ক করেন, দুই নৌকোয় পা রাখার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, সময় এলে শুধুই হরিনাম করেও দায় এড়ানো যাবে না।

মেয়রের ওয়ার্ডের যুবক খুনের ঘটনার চার্জশিট পেশ করল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির চেতলা এলাকায় যুবক অশোক পাসোয়ানকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় চার্জশিট পেশ করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ঘটনাটি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওয়ার্ডের অন্তর্গত ছিল। আলিপুর আদালতে পেশ করা এই চার্জশিটে খুনের নেপথ্যে থাকা প্রকৃত কারণও স্পষ্ট করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে চেতলার ১৭ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে প্রকাশ্য রাস্তায় বসে মদ্যপান করার সময় বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন অশোক পাসোয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা। অভিযোগ, সেই বিবাদের জেরেই তাঁর এক সঙ্গী হঠাৎ একটি লোহার রড দিয়ে অশোকের গলায় আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে অশোক রাস্তা দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার দৌড়েছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঝরাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্ত শেষে পুলিশ সুরজিৎ হালদার এবং তাপস পাল নামক দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ৮৫ পাতার এই চার্জশিটে তাঁদেরকেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চার্জশিটে মোট ৩০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তদের একজনের স্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য বা বিবাদের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। মদ্যপ অবস্থায় সেই বচসা চরমে পৌঁছলে প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়। মেয়রের নিজের এলাকায় এমন চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে তৎক্ষণাৎ চেতলা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে (ওসি) সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জায়গায় অমিতাভ সরকারকে নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সিঙ্গুর আন্দোলন ব্যর্থ, ইতিহাস ঘাসফুলের মতো ফিরবে?

প্রশাসনের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রাজীব মুখোপাধ্যায়

টাটা-কেন্দ্রিক জমি আন্দোলনের প্রধান পর্বের নেতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দুই দশক পর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিলেন। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন ব্যর্থ, ইতিহাস কি ঘাসফুলের মতো ফিরে আসবে? এই বিস্ফোরক মন্তব্যে তিনি তৃণমূলের শাসনকে সমালোচনার কবলে টানলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিঙ্গুর সভার প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে। টাটার চলে যাওয়ার পর সিঙ্গুর শিল্পহীন হয়ে আছে, পুরো পশ্চিমবঙ্গ শিল্পপতিদের পরিত্যাগ করেছে তৃণমূল আমলে। তৃণমূল জমানায় শুধু সিঙ্গুর নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পপতি ত্যাগ করেছে, বলে ভট্টাচার্য তৃণমূলের ব্যর্থতা তুলে ধরেন। রাজ্যসভা ভোটের আগে মোদীর সভায় আশা জাগিয়ে বলেন, আমি চাই রাজ্যে বিজেপি আসুক। চারপাশের ধ্বংসলীলা দেখলেই বোঝা যায়, এই সরকারের এখনই পতন দরকার। দুর্নীতির প্রতিটি পথ তাঁরা অতিক্রম করেছে। তৃণমূলের বিধায়ক নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রী জোড়া মান্নাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ভট্টাচার্য বলেন, বেচারাম মান্না ও স্ত্রী করবী মান্না; ক্ষমতার জন্য নির্বাচিত। অর্থ ছাড়া কিছুই হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো শিল্প নেই, সব মমতার ছায়ায় এসেছে। এমন নেতৃত্ব কোনো দল সহ্য করতে পারে না। সতর্কবাণীতে বলেন, গণতন্ত্র সক্রিয় থাকলে তৃণমূলও সিপিএমের মতো ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। শাসকদলের কৌশলেও বিজেপির সিঙ্গুর সভা ব্যর্থ হবে না, এই অভিযোগ উঠেছে। দুই দশকের সিঙ্গুর ট্র্যাজেডি থেকে তৃণমূলের ক্ষমতার অবসান এবং বিজেপির উত্থান; এখন রাজনীতির চোখ সব সিঙ্গুরে স্থির। আসন্ন নির্বাচনে ইতিহাসের চাকা ঘুরতে চলেছে।

আসন্ন দেশনায়কের জন্মদিন উপলক্ষে চলছে পরিষ্কারের কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

শীত কি বিদায় নিচ্ছে? বাণী বন্দনার মুখে উষ্ণতার চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাণী বন্দনার প্রাক্কালে শেষ জানুয়ারিতে আবহাওয়ার মেজাজে স্পষ্ট বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে হাওয়া অফিস। সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীতের অনুভূতি থাকলেও দিনের বাকি সময় জুড়ে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকার সম্ভাবনা। কলকাতা ও সংলগ্ন কয়েকটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা বাড়তি উষ্ণতা ছড়াবে বলেই পূর্বাভাস। ভোরের দিকে কুয়াশা পরিস্থিতি জটিল করতে পারে, যদিও আপাতত বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই। তবে এই উষ্ণতাকে এখনই শীতের বিদায় হিসেবে মানতে নারাজ আবহাওয়াবিদরা।

২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর আগে শনি ও রবিবার রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। কিছু এলাকায় তা সামান্য কমও হতে পারে। কিন্তু সোমবার থেকেই বদলাবে হাওয়া। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে রাতের তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে বাড়বে দিনের পারদও।

এই মুহূর্তে কলকাতা ও আশপাশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২-১৩ ডিগ্রির ঘরে। দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতে তা ৭-১১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। উত্তরবঙ্গেও পাহাড় বাদ দিলে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। সোমবার পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি। বিশেষ করে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে প্রভাব বেশি থাকবে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই বর্ধমান, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত কুয়াশার দাপট দেখা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং থেকে মালদা; সবখানেই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংস্কারের জন্য বন্ধ বেলঘড়িয়া রেলওয়ে ওভারব্রিজ

বিকল্প দু'টি রাস্তা দিয়ে চলবে যানবাহন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেরামতির কারণে তিন-চারদিন বন্ধ থাকবে উত্তর শহরতলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেলঘড়িয়া রেলওয়ে ওভারব্রিজ। ব্রিজে ওঠার মুখে শনিবার ‘রাস্তা বন্ধে’র নোটিস লাগানো হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বেলঘড়িয়া ব্রিজ বন্ধে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। যদিও ওভার ব্রিজ সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প দুটি রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। প্রসঙ্গত, কয়েকমাস আগে পূর্ব রেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ওভার ব্রিজের গার্ডারের ত্রুটি দেখা দেয়। এরপরই প্রশাসনিক পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠক করে আলোচনার মাধ্যমে বেলঘড়িয়া রেলওয়ে ওভার ব্রিজ মেরামতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেল এবং রাজ্যের পূর্ত দপ্তর যৌথভাবে ব্রিজ মেরামতির কাজ করবে। তবে উত্তর শহরতলির এই রেল ওভার ব্রিজ বিটি রোড থেকে এমবি রোড হয়ে নিমতা মোড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত। একইসঙ্গে এই পথ ধরেই সরাসরি বিরাটির দিকে যাওয়া যায়। এদিন ডানলপ ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক সুরজিৎ চক্রবর্তী জানান, ব্রিজ বন্ধের জন্য উভয় দিকের বিকল্প রাস্তা স্তার গাইড লাইন চূড়ান্ত করে দেওয়া হয়েছে। ডানলপ থেকে নিমতা কিংবা বিরাটি যাবেন, তাঁরা সিন্ধু স্টোর হয়ে নীলগঞ্জ রোড ধরে বিভা মোড় হয়ে কালাহান্ডি মোড় থেকে ডানদিকে চার নম্বর রেলগেট পেরিয়ে টেক্সমেকোর ভেতর দিয়ে কালচার মোড়ে উঠে গন্তব্যস্থলে যেতে পারবেন।

এসআইআর নিয়ে জেলাশাসকদের উপর কড়া নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে চলা বিতর্কের আবহে প্রশাসনিক স্তরে চাপ বাড়াল নির্বাচন কমিশন। নথিপত্র যাচাইয়ের অগ্রগতি জানতে রাজ্যের সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলাশাসকদের কাছ থেকে দৈনিক রিপোর্ট চেয়ে নির্দেশ জারি হয়েছে। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, একদিনের গাফিলতিও বরদাস্ত করা হবে না।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচয় যাচাইয়ে চালু হয়েছে দ্বি-স্তরীয় ছাঁকনি। প্রথম ধাপে যাচাই করবেন নির্বাচনী পঞ্জীকরণ আধিকারিকরা, দ্বিতীয় ধাপে সেই তথ্য খতিয়ে দেখবেন জেলা স্তরের কর্তারা। পাশাপাশি শুনানি কেন্দ্রগুলিতে থাকা মাইক্রো-অবজার্ভারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিয়ম মেনে যাচাই হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতেই এই কড়া নজরদারি। বর্তমানে ‘আনম্যাপড’ ভোটারদের শুনানি চলছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরেই বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিএলও-এর গণইস্তফা, সতর্ক নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিএলও-রা কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে গণইস্তফা দিচ্ছেন। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকে শনিবার প্রায় ২০০ জন বিএলও পেন ডাউন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন নতুন নির্দেশিকায় দিশেহারা হচ্ছি, কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। স্বরূপনগরে ৫৩ জন বিএলও আগেই গণইস্তফা দিয়েছেন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিএলও-দের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, চিহ্নিত না হলে ভোটার তালিকা প্রস্তুত অসম্ভব। ভোটারদের হিয়ারিং প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৮০ হাজারের বেশি বিএলও কাজ করছেন, তাই কয়েকজনের বিক্ষোভ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে না।

জেলাশাসকরা বিএলও-এর অভিযোগ যাচাই করবেন। কমিশনের নির্দেশ স্পষ্ট; ইস্তফা দেওয়ার আগে সত্যিই সমস্যা রয়েছে কিনা এবং কোথায় উস্কানি আছে তা নিশ্চিত করা জরুরি। বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কিছু অভিযোগ ঠিক, কিন্তু বিক্ষোভের পেছনে তত্ত্বাবধান জরুরি।

রাজ্যের রাজনৈতিক মহলও এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। নির্বাচন কমিশন এবং ডিইও-রা কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করে এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছেন।

নীরব প্রস্তুতি, নিপা মোকাবিলার চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিপা আতঙ্ক ছড়ানোর আগেই মাঠে নামেন কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। নামকরণ নেই, শোরগোল নেই; শুধু অভিজ্ঞতা আর সতর্কতার ধারেই ধরা পড়ে বিপদ। বারাসাতের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি তরুণীর উপসর্গ প্রথম দেখেই অস্বস্তিতে পড়েন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনন্যা দাস। তিনি সতর্ক করে বলেন, এটি সাধারণ এনসেফেলাইটিস নয়, মাথার ভিতর আশঙ্কা দানা বাঁধছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও এইমস দিল্লিতে অভিজ্ঞতা তাঁকে অবিলম্বে সিনিয়রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করেন। ১০ জানুয়ারির ফোনকলেই ঘটনা নতুন মোড় নেয়। পরের দিন ডাঃ সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঠে নেমে দুই নার্সের নমুনা সংগ্রহ করে নিপা কিটে পরীক্ষা করেন। রিপোর্ট পজিটিভ। দেশজুড়ে স্বাস্থ্য মহলে চাঞ্চল্য। সায়ন্তনের পাশে ছিলেন ডাঃ সায়ন মহারত্ন ও ডাঃ যোগীরাজ রায়; কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও এইমসের প্রাক্তনরা যেন অদৃশ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। ডাঃ অনন্যা দাসের মন্তব্য, এই প্রথম নিপার ক্ষেত্রে একটুও দেরি হয়নি। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। নিপা মোকাবিলার এই অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে নতুন চিত্র; চিকিৎসার মঞ্চে আলো নয়, নীরব প্রস্তুতিই বড় শক্তি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনরা সেই নীরব শক্তির কেন্দ্রে।

রাজ্যের অবহেলার বিরুদ্ধে তোপ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার মালদার সভা থেকে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আমরা এখানে আছি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য এক বিশেষ বার্তা নিয়ে। যাঁরা অবহেলার শিকড় ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তাঁদের জন্য আমরা সাড়া দিচ্ছি। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ ও অবহেলিত উত্তরবঙ্গের মানুষকে বলছি; আপনারা একা নন।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ও নীতি সমালোচনা করে বলেন, বাজেটের ৪১ শতাংশের বেশি অর্থ কখনোই উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে যাবে না। এই বৈষম্য এভাবে চলতে দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মেধা, আমাদের শ্রম, আমাদের শিল্প; সব কিছু বাইরে পাচার হচ্ছে। আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের সন্তানকে নিজের ঘরের ভাত খাওয়াতে হবে। তাই ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। শমীক আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের কৃষি ও শিল্পে সমস্যার সমাধান এখনই প্রয়োজন। কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আমাদের মেধা ও সম্পদ কাজে লাগাতে পারি। নদী, সমুদ্র, ভূগোল; সবই আমাদের কাছে আছে। সঠিক পরিকল্পনা আর কেন্দ্রীয় সহায়তা নিয়ে উত্তরবঙ্গের শিল্প উন্নয়ন সম্ভব।

তিনি রাজ্যের পদক্ষেপকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেন, আজ রাজ্যে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের ওপর হামলা শুধু একটি দপ্তরের নয়, এটি রাষ্ট্র ও সংবিধানের বিরুদ্ধে আক্রমণ। এই পরিস্থিতি রাজনীতির নতুন চ্যালেঞ্জ।

শমীক ভট্টাচার্য সতর্ক করে বলেন, বৈষম্য ও অবহেলা চলতে থাকলে, পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই সংকটে পড়বে। আমরা বাংলাদেশের মতো অবস্থা চাই না। জিহাদি, রোহিঙ্গা বা মৃত ভোটারদের স্থান নেই আমাদের রাজ্যে। আমাদের ইতিহাস, আমাদের আন্দোলন; মহাত্মা গান্ধি, সর্দার পটেল, নেহরুজির স্বপ্নকে আমরা রক্ষা করব।

সমাপ্তি টানতে তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান, আজ রাজ্যের মানুষকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সোচ্চার হতে হবে। রাজ্য সরকারের অযৌক্তিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে হবে।

মালদা থেকে একাধিক ট্রেনের সূচনা প্রধানমন্ত্রীর

তৃণমূল সরকারকে 'নির্মম' অ্যাখ্যা মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাংলায় সরকার পাল্টালে তবেই হয়তো মালদার বন্যা ও ভাঙনের স্থায়ী সমাধান হবে। কারণ, একটি ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসারপর অন্তত ৪০ বার মালদার ভাঙনের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা ভাগ করেছে ওরাই। আর সংকট বেড়েছে সাধারণ মানুষের। তাই এবারে বিহার জয়ের পর লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। তাহলেই দুর্নীতি, অত্যাচার, সন্ত্রাস সব দূর হবে। শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস রোড সংলগ্ন মাধাইপুর এলাকার মাঠেই পরিবর্তন সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই তৃণমূলকে তুলোধনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন তার আগে দুপুর ১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে করে মালদা এসে রেলের স্টেডিয়ামে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে মালদা টাউন স্টেশনে এসে হাওড়া-কামাখ্যাগামী একজোড়া স্লিপার বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এছাড়াও আমন্ত্রণ পেয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশাখান চৌধুরী। এদিন মালদা টাউন স্টেশন চত্বরে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গেও আলাপচারিতা করেন প্রধানমন্ত্রী। পড়ুয়াদের অটোগ্রাফ দেন তিনি। সেখান থেকে দুপুর দেড়টায় বেরিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। এরপর পুরাতন মালদায় মাধাইপুর এলাকার মঞ্চে রেলের আরো একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সেখান থেকেও আরও ৭টি ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই মঞ্চের পাশেই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সভামঞ্চ করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা।

এদিন এই সভা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃণমূল সরকারকে বিঁধলেন 'নির্মম' বলে। ডাক দিলেন, 'এত নির্মম সরকারের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় প্রয়োজন।' সঙ্গে ব্যাখ্যা দিলেন কেন নির্মম বলছেন, তারও। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির কথায়, 'আমি চাই, দেশের বাকি অংশের মতো বাংলার গরিবেরাও ৫ লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পান। এখানে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা লাগু হোক। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র এমন রাজ্য যেখানে ৫ লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান যোজনা লাগু হতে দেওয়া হয়নি। বিগত কয়েক বছরে এই যোজনায় দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষ নিজেদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু, তৃণমূল বাংলায় গরিব ভাই-বোনদের আয়ুষ্মান যোজনার লাভ নিতে দেয় না। এত নির্মম সরকারের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় প্রয়োজন।' এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় যুক্তি হিসেবে বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশে 'পিএম সূর্যঘর' বিনামূল্যে বিদ্যুৎ যোজনা এনেছে। লাখ লাখ পরিবার এর লাভ নিয়ে নিজেদের বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট লাগিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এজন্য হাজার হাজার কোটি টাকা জারি করেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কোনও পরিবারকে বিনামূল্যেই বিদ্যুতের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। আপনাদের ঘরে বিদ্যুতের বিলও শূন্য হয়ে যাক, গরিবের ভাল হয় এমন সব কাজ এখানকার নির্মম তৃণমূল সরকার এগোতে দেয় না।' এদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে মালদার কথা। মালদার বিভিন্ন সমস্যার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'এখানে না ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে, না কৃষকরা কোনও সুবিধা পাচ্ছেন। মালদা-মুর্শিদাবাদের যুবকদের রুজি-রুটির জন্য অন্যত্র যেতে হচ্ছে। এখানকার আম চাষিদের অবস্থা বেহাল। তৃণমূল সরকার এখানে আমের সঙ্গে জড়িত উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য ঠিক করে কাজ করেনি। আমের প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে কোনও বড় চিন্তাভাবনা দেখা যায়নি। ঠিক একইভাবে মালদার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।' তিনি বলেন, 'অন্তত ৪০ বার এই সরকারকে বন্যা ও ভাঙন ঠেকাতে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওরা কোনও স্থায়ী সমাধান করতে পারে নি। সেই টাকা ভাগ করেছে। আর গরিব অসহায় মানুষদের দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।' অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ নিয়েও সরব হন। অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে বারবার আক্রমণ করেন তৃণমূলকে। এসব অত্যাচার দুর্নীতি দূর করতে বিজেপি সরকারের প্রয়োজন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শনিবার এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনার জন্য জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে উপস্থিত হলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। এদিন এসআইআরের কাজে কর্মরত অফিসারদের 'সেয়ানা পাগল' বলে কটাক্ষ করতেও শোনা যায় বিজেপি নেত্রীকে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুক্রবার জেলা জুড়ে ফর্ম ৭ জমা না নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে শুরু করে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস, সমস্ত জায়গাতেই বিক্ষোভ এবং আন্দোলন মুখী হতে দেখা যায় বিজেপি নেতা ও কর্মী, সমর্থকদের। তাঁরা বারংবার দাবি করেন ফর্ম ৭ জমা নিতে হবে। কিন্তু সেই ফর্ম ৭ জমা নেয়নি এআরও

এবং ইআরও- রা বলে অভিযোগ। শনিবার 'এসআইআর' সংক্রান্ত আলোচনার জন্য জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে পৌঁছালেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। তিনি এসআইআর-এর কাজে কর্মরত অফিসারদের এদিন 'সেয়ানা পাগল' বলেও মন্তব্য করেন। শুধু এই বলে থেমে থাকেননি বিজেপি নেত্রী। তিনি আরও বলেন, 'আমরা আজ ফর্ম ৭ জমা করতে এসেছি। যেহেতু গতকাল নির্বাচন কমিশন সরাসরি ইআরও এবং এআরওদের নির্দেশ দিয়েছেন যে ওনারা যে ফর্মগুলি নিতে চাইছেন না সেই ফর্মগুলি জমা নিতে হবে। বিজেপি নেত্রী আরও জানান, যে কেউ এসে এই ফর্ম জমা দিতে পারে এবং এআরও ও ইআরও সেই ফর্মগুলি জমা নিতে বাধ্য আছেন। কিন্তু যদি ১৯ জানুয়ারির মধ্যে ভেরিফিকেশন না করে তাহলে আবারও আইনি পথে যাওয়া হবে বলে জানান বিজেপি নেত্রী। মোটের উপর বলাই চলে এদিনের 'এসআইআর' সংক্রান্ত আলোচনায় জামুড়িয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে এসে একেবারে রণংদেহি মেজাজে দেখা গেল বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে।

মৌতড়ে প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপিকে জবাব সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আগামী ২১ জানুয়ারি পুরুলিয়ার লধুড়কার মাঠে সভা করবেন রাজ্যের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শনিবার বিকেলে পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড়ের ফুটবল মাঠে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের-সহ সভাধিপতি তথা বর্ষীয়াণ তৃণমূল নেতা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি রাজীব লোচন সরেন-সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

এদিন রাজ্যের মালদায় প্রধানমন্ত্রীর যখন বক্তব্য রাখছিলেন মূলত সেই সময় পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড়ের ফুটবল মাঠে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে ওঠেন রাজ্যের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আপনি পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গল রাজ পড়েছে। আরে আপনি তো নিজের আকাঙ্খিত রাজ্য বিহারকেও তো জঙ্গল রাজ বলেছেন। আর কিছু বলার আছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলাটার জন্য উনি এখন গান গাইছেন 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই, আর গরীব করে এদের রেখে দে মা, ভোট যেন পাই।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রীর রেল উদ্বোধন করাটা কোন কাজ নয়। আসলে রেল উদ্বোধন করাটা আসল উদ্দেশ্য নয়।একটা সবুজ পতাকা নিয়ে রেল উদ্বোধন করতে চলে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তার মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কোন ভালো প্রকল্পই নেই। আসলে কোন কাজই করেন নি তো। এ রাজ্যের রেলে যে সব প্রকল্প ট্রেন চালু হয়েছে তা মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রী থাকাকালীন হয়েছে।' নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন সমীর চক্রবর্তী। এদিন সভা মঞ্চে এলাকার বর্ষীয়ান জাতীয় কংগ্রেস নেতা তথা পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি বলরাম মাহাত কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সমীর চক্রবর্তী।

দুর্গাপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

সভা শেষে ক্ষোভ বর্ষীয়ান নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' শেষ হতেই দলের অন্দরেই শুরু হয় তীব্র বিশৃঙ্খলা। সভা শেষে ক্ষোভ উগরে দেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।অভিযোগ, সভার মঞ্চে তাঁকে তোলা হয়নি। এই নিয়েই প্রকাশ্যে ক্ষুব্ধ হন তিনি। একসময় তিনি বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি ও জেলা সেক্রেটারির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি বিজেপির সুশাসন বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।ক্ষোভ প্রকাশ করে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দুর্গাপুরে নতুন বিজেপি নেতারা অচোর-ছ্যাচড়ের দলদ। তাঁর অভিযোগ, অন্য রাজনৈতিক দল থেকে আসা নেতাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, আর পুরনো ও নিষ্ঠাবান বিজেপি কর্মীরা দলীয় কর্মসূচিতে কোনও গুরুত্বই পাচ্ছেন না। বাইরে থেকে আসা নেতারা 'ছড়ি ঘোরাচ্ছেন', অথচ দীর্ঘদিনের কর্মীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন বলে দাবি করেন তিনি। সভা শেষে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও এই ঘটনা নিয়ে চরম অস্বস্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ্যে এমন মন্তব্যে দুর্গাপুর বিজেপির অন্দরের দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, দুর্গাপুরে বিজেপির অন্দরের এই দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, 'লকেট চট্টোপাধ্যায় ফিল্মস্টার উনি বিজেপির দ্বন্দ্বে কি মলম লাগাবেন? যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এস আই আর এর নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ২০২৬-এর ভোটে এই লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মত বিজেপি নেতারা লকেট হয়েই ঝুলবেন, নইলে রকেট হয়ে ওপরে উঠে যাবেন কেউ খুঁজে পাবেন না।'

মহিলা সাংবাদিককে মারধরের নিন্দায় লকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শনিবার দুপুর তিনটে থেকে কাঁকসার বাঁশকোপায় একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি নেত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লদণ ঘড়ুই, দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার সন্তোষ মুখার্জী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একজন সাংবাদিকের পেশা খবর সংগ্রহ করা। সেই কাজ করতে গিয়েছিলেন মহিলা সাংবাদিক সোমা মাইতি। যেভাবে তাকে মারধর করা হয়েছে এক কথায় এটা অশালীন আচরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে। এক প্রকার তাঁকে মেরেই ফেলা হতো।' তিনি আরও বলেন, 'শনিবারও দুই সাংবাদিককে মারধর করা হয়, একজন হলেন কৌশিক ঘোষ, অপরজন হলেন পলাশ মণ্ডল। এবং একজন চিত্র সাংবাদিক কেষ্ট দত্ত আক্রান্ত হন। একের পর এক সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছে বেলডাঙার ঘটনায়। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জুম্মাবারের অজুহাত দেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রটেকশন না দিয়ে তাদের সেখানে যেতে বারণ করছেন। লকেট চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ, 'ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বেলডাঙায় আন্দোলনের জেরে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে জনপ্রতিনিধি সকলেই হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। কারণ বাংলায় তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে।' একদিকে যখন জ্বলছে গোটা বেলডাঙা। তখন মুর্শিদাবাদের সভা করছেন একদিকে সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদিকে অন্য একটি জায়গায় সভা করছেন তৃণমূলের সাসপেন্ড বিধায়ক হুমায়ুন কবির। এই প্রসঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গোটাটাই হলো ষড়যন্ত্র একদিকে তৃণমূল অন্যদিকে হুমায়ুন আয়নার এপিঠ আর ওপিঠ।'

বালুরঘাট পুরসভার অচলাবস্থার অবসান নতুন চেয়ারম্যান ও সহ-সভাপতি নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নতুন অভিভাবক পেল বালুরঘাট পৌরসভা। শনিবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজিৎ সাহাকে পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একই সাথে, দীর্ঘদিন শূন্য থাকা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে মনোনীত করা হয়েছে শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুনমুন করকে। রাজ্য নেতৃত্বের সরাসরি হস্তক্ষেপে এই জোড়া নিয়োগের মাধ্যমে পৌর বোর্ডে স্থিতিশীলতা ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট পৌরসভার এই সংকটের সূত্রপাত হয় গত ১৯ ডিসেম্বর। তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের বিরুদ্ধে ১৪ জন কাউন্সিলর একযোগে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ফাটল প্রকাশ্যে চলে আসে। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন অশোক মিত্র। ১০ জানুয়ারি তাঁর পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকেই চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ছিল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নেতৃত্বহীন এই পৌরসভা কার্যত দিশাহীন হয়ে পড়েছিল, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছিল নাগরিক পরিষেবার ওপর। অন্যদিকে, প্রদীপ্ত চক্রবর্তীকে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত করার পর থেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদটি শূন্য ছিল। এদিন সুরজিৎ সাহার সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মুনমুন করের নাম ঘোষণা করায় পৌরসভার শীর্ষ নেতৃত্বের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। জানা গেছে, চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হওয়ার পর থেকেই পর্দার আড়ালে চলছিল তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা। একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চললেও শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলা ফেরাতে রাজ্য নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এই নিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এই নিয়োগের মূল লক্ষ্য হলো প্রশাসনে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। এখন থেকে থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।' এদিকে চেয়ারম্যান না থাকায় গত কয়েক সপ্তাহে রাস্তাঘাট সংস্কার, সাফাই অভিযান-সহ রুটিনমাফিক অনেক কাজই শ্লথ হয়ে পড়েছিল। নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব নেওয়ার পর পৌর আধিকারিকদের মধ্যে নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে। তারা আশা করছেন, পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলো এখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গতি ফিরে পাবে।

বেলডাঙায় সাংবাদিকদের ওপর হামলা, সরব ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্টার্স প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বেলডাঙায় মহিলা সাংবাদিক সোমা মাইতি-সহ ১২ জন সাংবাদিককে নিগৃহের প্রতিবাদে সরব সাংবাদিক মহল। ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইদিন হুগলি ডিস্ট্রিক্ট রিপোর্টার্স প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে মহিলা সাংবাদিক সহ ১২ জন সংবাদমাধ্যম কর্মীকে অত্যাচারের প্রতিবাদে ডেপুটেশন দেওয়া হলো উত্তরপাড়া থানায়। ডেপুটেশন প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সুমন ভর্মা, সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী, টুলটুল দে, মেঘনাথ দাস, অরিন্দম রায় চৌধুরী, প্রসেনজিত মুখার্জী সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী, সোমনাথ বটব্যাল, রঞ্জন দে সহ একাধিক সাংবাদিক বৃন্দ। এই ঘটনায় সাংবাদিক প্রসেনজিত মুখার্জী বলেন সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম যেই খবর দেখায় বা যেই প্রতিবেদন দেখায় তারপরে প্রশাসনে কখনো কখনো তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সাংবাদিকরা যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারে তাহলে সমাজের একটি দিক ভেঙে পড়তে পারে, প্রশাসনের উচিত সংবাদ মাধ্যমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। কালকের বেলডাঙার ঘটনায় সত্যিই নিন্দার ভাষা নেই।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নের মুখে বনগাঁ জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পাড়ায় পাড়ায় সংলাপে বেরিয়ে বার্ধক্য ভাতা ইছামতি নদী সংস্কার ও হাউস ফর অলের ঘর নিয়েও প্রশ্নের মুখে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার। সমাধানের আশ্বাস দিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভার ১,২,৩ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে শনিবার পাড়ায় পাড়ায় সংলাপ কর্মসূচি ছিল। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও বনগাঁ পৌরসভার নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার। ১ নম্বর ওয়ার্ডে এক বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানান তাদের কাছে এবং ইছামতি নদী সংস্কার করার দাবি জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, ৩ নম্বর ওয়ার্ড হাউস ফর অল প্রকল্পে ঘর করার কাজ শুরু করার পরে দীর্ঘ ৪ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ তোলে মহিলারা। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, 'সাধারণ মানুষের অভিযোগ আমরা শুনেছি। নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন দিলীপ মজুমদার। আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' বনগাঁ পৌরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দিলীপ মজুমদার জানিয়েছেন, 'আমরা ঘরের বিষয়টি খতিয়ে দেখছি যদি আমাদের দিক থেকে কোনও সমস্যা থেকে থাকে আমরা তিন মাসের মধ্যে সমাধান করে দেব।'

খনি অঞ্চল স্বাস্থ্য মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও অন্ডাল থানার অন্তর্গত উখড়া নবভারতী ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হল খনি অঞ্চল স্বাস্থ্য মেলা। এই স্বাস্থ্যমেলায় এলাকার প্রায় হাজার খানেক মানুষ তাদের নানান রকম শারীরিক পরীক্ষার সুযোগ পান একেবারে নিঃশুল্ক। এই স্বাস্থ্য মেলায় দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি বড় বড় নাম করা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থাকেন। চোখের পরীক্ষা থেকে শুরু করে হৃদরোগ ব্লাড প্রেসার, সুগার ও আরো নানান ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এই স্বাস্থ্য মেলায়। এদিনের এই স্বাস্থ্য মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দুই দিন ধরে চলবে এই স্বাস্থ্য মেলা। এই মেলাটি খনি অঞ্চল স্বাস্থ্য মেলা নামে পরিচিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে ছাড়াও আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এছাড়াও ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক রাজু মুখার্জি। নবভারতী সংঘের সহ-সভাপতি কিরণ মুখার্জি জানান, চোখের চিকিৎসার জন্য যারা এই শিবিরে আসেন যাদের চোখের অপারেশনের প্রয়োজন হয় তাদের অপারেশন এবং চশমার ব্যবস্থা ও একেবারে বিনামূল্যে করা হয় ক্লাবের তরফে।

বর্ধমানে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআরের শুনানিতে ৭ নম্বর ফর্ম জমা নেওয়াকে কেন্দ্র করে শনিবার তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককরণ চত্বরে। তৃণমূল ও বিজেপির স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তেজনার পারদ বাড়তেই ঘটনাস্থলে চলে আসে বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে পুলিশের সঙ্গেই ধস্তাধস্তি থেকে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ, ৭ নম্বর ফর্ম জমা নিচ্ছেন না বর্ধমান উত্তর মহকুমাশাসক রাজর্ষি নাথ। অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা দাবি করা হয়, বিজেপি কর্মী সমর্থকরা মহকুমাশাসকের দপ্তরে শুনানি চলার সময় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেছে। তৃণমূল তাতে বাধা দিয়েছে। পুলিশ প্রথমে দুপক্ষকেই বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বিজেপির পক্ষ থেকে উত্তেজিত কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করে দেয়। এমনকি কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতিও করে ফেলে তারা। এরপরই পুলিশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থককে আটক করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুপক্ষকেই এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরে বিশাল পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। বিজেপির মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা যখন ৭ নম্বর ফর্ম কেনো জমা নেওয়া হবে না। সেই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সাথে তর্কাতর্কি করছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের কর্মীরা ভিতরে ঢুকে তাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয়। মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়া হয় ।তাদের শ্লীলতাহানিও করা হয় কয়েকজনকে।

দঃ দিনাজপুরের রেল-বিপ্লবে নতুন দিগন্ত

বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের নব সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কয়েক দশকের বঞ্চনা আর বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের স্বপ্ন সত্যি হল। শনিবার বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল 'বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস'। আধুনিক এলএইচবি (এলএইচবি) কোচ সমৃদ্ধ এই দূরপাল্লার ট্রেনটির উদ্বোধনের মাধ্যমে জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দাবি পূরণ হল। এদিন মালদা থেকে ভার্চুয়াল ভাষণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নতুন ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের রেল মানচিত্রের এক প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দাদের কাছে দক্ষিণ ভারত ছিল এক প্রকার দুর্গম। এতদিন চিকিৎসা, শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের জন্য বেঙ্গালুরু যেতে হলে বাসিন্দাদের কলকাতায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হতো। এতে সময় এবং অর্থ উভয়ই ব্যয় হতো প্রচুর। এই নতুন ট্রেনটি চালু হওয়ায় এখন সরাসরি ভারতের 'সিলিকন ভ্যালি'র সঙ্গে যুক্ত হল বালুরঘাট। এই ট্রেন চালুর কৃতিত্বের সিংহভাগই দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে। রেল মন্ত্রকের কাছে তিনি বারবার দরবার করা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেনের ধরনে পরিবর্তন আনা সবক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। মূলত এই রুটে একটি 'অমৃত ভারত' ট্রেন চালানোর কথা থাকলেও, যাত্রীদের আরামের কথা মাথায় রেখে এলএইচবি কোচ-সহ দ্রুতগামী মেল এক্সপ্রেস চালুর দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। সেই দাবি মেনে নেওয়ায় ট্রেনটি এখন শুধু সাধারণ পরিবহন নয়, বরং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে পরিণত হয়েছে। এবিষয়ে একলাখি-বালুরঘাট রেলযাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিশ্বর রায় বলেন, 'এটি শুধু নির্বাচনের আগের প্রতিশ্রুতি ছিল না। ডঃ সুকান্ত মজুমদার তাঁর কথা রেখেছেন এবং দাবিটি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়েননি।' এদিন সকাল থেকেই বালুরঘাট স্টেশনে ছিল উৎসবের আমেজ। ফুল ও ব্যানারে সাজানো হয়েছিল গোটা চত্বর। কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা স্টেশনে রেল আধিকারিকদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্বোধনী ট্রেনের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা উল্লাসে ফেটে পড়েন। ট্রেনটি চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফুটে উঠেছে। স্থানীয় শিক্ষক অসিত কুমার সরকার জানান, 'বাবাকে চিকিৎসার জন্য বছরে দুবার বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে হয়। কলকাতা হয়ে যাওয়াটা ছিল অত্যন্ত কষ্টের। এখন ঘরের দোরগোড়া থেকে সরাসরি ট্রেন পাওয়ায় আমাদের মতো হাজারো পরিবারের শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট লাঘব হবে।' পরিকাঠামোগত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঘোষণা এবং বাস্তবায়ণের মধ্যে যে ফারাক থাকে, বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অনগ্রসরতা দূর করতে এই ট্রেনটি আগামী দিনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিকেলে যখন উদ্বোধনী ট্রেনটি বালুরঘাট স্টেশন ছেড়ে দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, তখন তার হুইসেল যেন এই বার্তাই দিয়ে গেল, সদিচ্ছা থাকলে রাজনীতির প্রতিশ্রুতিও বাস্তবে রূপ পায়।

ইচ্ছে পূরণ দেড় হাজার মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পড়ন্ত শীতের রোদ মেখে ইচ্ছেপূরণ। ইচ্ছেপূরণ হল প্রায় দেড় হাজার মানুষের। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে বর্ধমানের প্রগতি সংঘের মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন বিভিন্ন বয়সি মানুষজন। এদিন তাঁরা ইচ্ছে মতো নিজেদের পোশাক পছন্দ করেন। হাসিমুখে বাড়ি নিয়ে যান। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বস্ত্র উপহার কর্মসূচিতে সহায়তা করেছেন শ্রীরামপুর বটতলা হকার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিমরান বাল্মিকী। কালনাগেট ভদ্রপল্লী এলাকায় প্রগতি সংঘের মাঠে এদিন বাচ্চা, বয়স্ক, নারী, পুরুষ সকলের জন্য বিনামূল্যে বস্ত্র উপহার কর্মসূচি ঘিরে ছিল তুমুল উৎসাহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার কাউন্সিলর সিমরান বাল্মিকী জানান, 'খুব কম সময়ের মধ্যে এত বড় একটা কর্মসূচি করতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। এলাকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।' শ্রীরামপুর বটতলা হকার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা জয়দেব দাস বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা এনজিও বর্ধমান সহযোদ্ধার সঙ্গে এই কর্মসূচি করে থাকি। তবে এবারে বিনামূল্যে পোশাক নেবার জন্য অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখতে পেলাম।' বর্ধমান সহযোদ্ধার সাধারণ সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সংস্থা সারা বছর নানা জনসেবামূলক কর্মসূচি করে থাকে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের হাতে পোশাক উপহার তুলে দিতে পেরে এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে পরম তৃপ্তি হচ্ছে। এই ইচ্ছেপূরণ শুধুমাত্র পছন্দের পোশাক পাওয়ার ইচ্ছেপূরণ নয়, সেবামূলক কাজের যে অঙ্গীকার বর্ধমান সহযোদ্ধা নিয়েছে সেই ইচ্ছেরও কিছুটা পূরণ হল এই কর্মসূচিতে।

আগামীতেও এমন কর্মসূচি জারি থাকবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, অধ্যাপক, শিল্পী, চিকিৎসক, সমাজসেবী সহ বহু মানুষ।

বিজেপি না করার অপরাধে ভারতীয় বাবা-ছেলেকে বাংলাদেশি তকমা

কাঠগড়ায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস। বিজেপি না কারার অপরাধে ভারতীয়কে বাংলাদেশি বানিয়ে অভিযোগ দায়ের। পরে সত্য প্রকাশিত হতেই ক্ষমা চেয়ে চিঠি। শুধু তাই নয়, নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে ফোন বন্ধকরে এলাকা ছাড়া বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত দাস। বাবা, ছেলে বাংলাদেশি বলে বিজেপির দলীয় প্যাডে বিডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের পরে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা মণ্ডল সভাপতির। তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যেতে না চাওয়াতেই ভারতীয় কে বাংলাদেশি তকমা বিজেপি নেতার। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বিষয়টা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের পরেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতি।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা বসিরহাটের দক্ষিণের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত দাস। টাকি পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পানপাড়ার বাসিন্দা বাবা বছর ৪৭-এর আব্দুল সাত্তার মণ্ডল, ছেলে গোলাম রসুল মণ্ডল। তাঁদের পরিবার বাংলাদেশি বলে প্রথমে হাসনাবাদ বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয় বিজেপির ওই মণ্ডল সভাপতির নেতৃত্ব। বিজেপি নেতার অভিযোগের পর তাঁদের হেয়ারিং-এ ডাকা হয়। আব্দুল সাত্তারের বাবার ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে। তিনিও বেশ কয়েকবার ভোট দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা, ভোটার কার্ড আধার কার্ড, প্যান কার্ডে বাবার নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে বাংলাদেশি বলে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছিল বিজেপির পক্ষে। উপযুক্ত নথিপত্র তাঁরা বিডিও-কে দেখানোর পর বেগতিক বুঝে বিজেপি নেতৃত্ব 'ভুল' স্বীকার করে বিডিও-কে আবার চিঠি দেয়। এবং পরিবারের কাছেও ভুল স্বীকার করে। তারপর সেই বিডিও দেওয়া চিঠি রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তাঁর নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় একাউন্টে পোস্ট করেন। আব্দুল সাত্তার মণ্ডল বলেন, 'আমাদের পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস করে বারবার বিজেপিতে যাওয়ার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছিল। আমরা যাইনি বলেই চক্রান্ত করে বাংলাদেশি দাগিয়ে দিয়ে ভোটার লিস্টের থেকে নাম কাটার চক্রান্ত করেছিল জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সেটাই সামনে এল। এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মহাভারতের ৫০০ চরিত্র এঁকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম বাগনানের তানভির

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

বিশ্বের মধ্যে ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বিদ্বজনেরা। মহাভারতের প্রায় ৫০০ চরিত্র রয়েছে। বেদব্যাসের বর্ণনায় থাকা মহাভারতের মূল চরিত্র যেমন পঞ্চপাণ্ডব,কৌরবদের দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, গান্ধারী, কর্ণ, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদী ইত্যাদির মুখ আমাদের কাছে ভেসে ওঠে। কিন্তু বেশ কিছু চরিত্র আছে যাদের উপস্থিতি মহাকাব্যে কম হলেও গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারতের প্রত্যেকটি পর্বে মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে তাঁরা। আর এখান থেকেই ভাবনার শুরু হয়েছিল হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার হারপের বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী তানভি ভৌমিকের। ছোট্টবেলায় মা, বাবা, আত্মীয়দের কাছ থেকে মহাভারতের গল্প শুনতে ভালোবাসতো সে। পরে বড় হয়ে বাংলায় লেখা মহাভারত পড়ে সব চরিত্রের ছবি আঁকা শুরু করে। উপযুক্ত পরামর্শ দেন অঙ্কন শিক্ষক সৈকত খাঁড়া। প্রায় ছয় মাস ধরে ৫০০ চরিত্রের ছবি আঁকে তানভি। সৈকত বাবুর পরামর্শে পাঠানো হয় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে। অবশেষে মিলল সাফল্য। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস তার কাজকে স্বীকৃতি দিল। তানভির কাজের স্বীকৃতির পুরস্কার পৌঁছে দিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস। সৈকতবাবুর দাবি, 'এই ধরনের কাজ এই বয়সে বিরল সম্ভবত বিশ্বে প্রথম।' আর মেয়ের এই সাফল্যে খুশি হয়ে কেঁদেই ফেললেন মা সোমা ভৌমিক। তিনি জানান, 'আমি কেমিস্ট্রির ছাত্রী। ছবি এঁকে কিছু হবে না-এই ধারণা ছিল। পড়াশোনার ফোকাস নষ্ট হবে বলে অনেক সময় খাতাও ফেলে দিয়েছিলাম।

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 40/25-26/FCXV/T Dated 17.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **05.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১০.১২.১৯৯৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U20111WB1994PTC064432
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	দেওয়ানদিঘি, মির্জাপুর, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০২
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৩.০১.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১২.০৭.২০২৬ সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	অভিত কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	অভিত কুমার সিং, abhit1981@hotmail.com অভিত কুমার সিং, ২৮৯ জি টি রোড, বিষ্ণু বাটিকা ব্লক ৪, ফ্ল্যাট ১এ, বেলুড়, হাওড়া - ৭১১২০২
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অভিত সিং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ২ বি টি এম সরণি, গোবিন্দ ভবন, ৮ম তল, রুম নং ১১ডি, কলকাতা - ৭০০০০১ cirp.suyashfinovest@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.০১.২০২৬ আইআরপি নিয়োগের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে যেমন ১৩.০১.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	শ্রেণি(গুলির) নাম - প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. ৩.
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https//ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - ১০ নম্বর পয়েন্টের অনুরূপ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৩.০১.২০২৬ তারিখে।
সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৭.০১.২০২৬ তারিখে বা তার আগে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : অভিত কুমার সিং
তারিখ এবং স্থান : ১৭.০১.২০২৬/কলকাতা

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO-14/Ban GP/15th CFC/2025-26, DATE:-16.01.2026.
The last date for online submission of all tender is **-24.01.2026 up to 14:00hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/-dProdhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO-13/Ban GP/15th CFC/2025-26, DATE:-16.01.2026.** The last date for online submission of all tender is **-24.01.2026 up to 14:00 hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR PS/27/2025-26, Dated- 16/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **24/01/2026 & BHATAR BDO & PS/32/2025-26, Dated- 19/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **03/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ
ডে. সিএমই/ওয়ার্কস-চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পক্ষে, এন ই রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অন-লাইন ই-অবাধ টেন্ডার মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং ১ ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম :** টেন্ডার নং ''৪৯-জিকেপি-এমডব্লুএস-২০২৫-২৬'' আরডিএসও স্পেশিফিকেশন নং আরডিএসও/ এসপিএন/টিসি/১০৬/২০২৫, ভার্সন ৩.১ তারিখ : ০৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এলএইচবি এবং আইসিএফ কোচে আইপি ভিত্তিক ভিডিও সারভিলেন্স সিস্টেম (ভিএসএস) জন্য সরবরাহ সংস্থাপন পরীক্ষা এবং চালুকরণ। **আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ (টাকায়) :** ৯৭২৯১৫৯০০.০০। **বায়না জমা (টাকায়) :** ৫০১৪৬০০.০০। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ১৩.০২.২০২৬ সকাল ১১ টা পর্যন্ত। **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** নেই। **চুক্তির মেয়াদ :** ১২ মাস। প্রাক ডাক কনফারেন্স তারিখ এবং সময় : ২১.০১.২০২৬ বেলা ১২.৩০ টা।
● উক্ত টেন্ডার এর বিস্তারিত ভারতীয় রেলওয়ে ওয়েবসাইট "http://www.ireps.gov.in". তেও পাওয়া যাবে।
ডে. সিএমই (ওয়ার্কস)
CPRO/Mech-125 গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Surrounding Playground of Vambey Colony within Ward No.-27
e-Tender No. : WBDMC/W/406 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID: 2026_MAD_5008495_1 ● Est. Amt: Rs. 10,00,050.00
Last Date : **02.02.2026 upto 2:00 p.m.**

2) Name of the Work : Construction of Cultural Shed at Bharati Natun Pally Basti near Soni Mandir under Ward No.-04, Booth No.-121, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/558(APAS) of 25-26
Tender ID : 2026_MAD_5008562_1 ● Est. Amt: Rs. 5,82,397.00
Last Date : **26.01.2026 upto 9.00 a.m.**

3) Name of the Work : Fencing of Pond at Alingan Apartment, Booth No.-165, Ward No.-26, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/489 (APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008576_1 ● Est. Amt: Rs. 7,40,399.00

4) Name of the Work : Replacement of faulty street lights and faulty armoured cable at DMC Staff Quarter under Ward No.-22 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/176 (APAS) of 25-26(3RD CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008560_1 ● Est. Amt: Rs. 2,99,486.00

5) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole as mini high mast, UG PVC Armoured cable and LED street light fittings at Central Park Extension Children Park under Ward No.-22 of Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/W/176 (APAS) of 25-26(3RD CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008560_2 ● Est. Amt: Rs. 2,59,746.00

6) Name of the Work : Repairing of Bituminous of Premendra Mitra Bithi within Ward No.-22
e-Tender No. : WBDMC/W/176 (APAS) of 25-26(3RD CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008560_3 ● Est. Amt: Rs. 2,42,104.00

7) Name of the Work : Construction of Water Reservoir at Udichi Park, Booth No.-165, Ward No.-26, Borough No.-03 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/489(APAS) of 25-26(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5008576_2 ● Est. Amt: Rs. 2,53,510.00
Last Date: **27.01.2026 upto 2:00 p.m.**

8) Name of the Work : Construction of Culvert Slab between Street No.- 8/11 & 8/13 at Street No.-08 Bharati under Ward No.-04, Booth No.-121, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/291(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008539_1 ● Est. Amt: Rs. 62,253.00

9) Name of the Work : Construction of Culvert Slab between Street No.-8 to 10 at Bharati under Ward No.-04, Booth No.-121, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/291(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008539_2 ● Est. Amt: Rs. 62,253.00

10) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road of Street No.-14 at Bharati under Ward No.-04, Booth No.-121, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/291(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008539_3 ● Est. Amt: Rs. 1,34,972.00

11) Name of the Work : Construction of Drain at Street No.-02, Bharati under Ward No.-04, Booth No.-121, DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/291(APAS) of 25-26(3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5008539_4 ● Est. Amt: Rs. 1,41,249.00
Last Date : **26.01.2026 upto 9.00 a.m.**
For details: **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838
সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রি করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে।

ক) ঋণগ্রহীতা খ) জামিনদাতা/স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ক) ঋণগ্রহীতা : সুমন বিশ্বাস	ক) ০৪.০২.২০২৩ খ) ২১.০৪.২০২৩ গ) ২৬,৪০,৩৯৮.০০ টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-৫, পরিমাপ এরিয়া ১০২২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি চারতলায় , ২ বেড রুম,১ লিভিং রুম, ১ কিচেন,১ ডাইনিং, ১ টয়লেট এবং বাথ টাব সহ ১ ব্যালকনি উক্ত ভবনে নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ১৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত চারতলা ভবন (জি-৩), মৌজা - ঘোলা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১০৩, তৌজি নং ৬, সিএস খতিয়ান নং ১০৩, আরসে খতিয়ান নং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮২, আরএস দাগ নং ১০০৯, এলআর দাগ নং ১২৬৬, থানা খড়দহ (পুরানো), বর্তমানে থানা - ঘোলা, হোল্ডিং নং ৭০/১, প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০১১১, পরিচিত ভূমি অ্যাপার্টমেন্ট, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৮, পূর্বতন এডিএসআর বারাকপুর, বর্তমানে এডিএসআর সোদপুর, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা। **উক্ত সম্পত্তি র চৌহদ্দি উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া প্রসন্ন চ্যাটার্জি রোড। **দক্ষিণে :** দিলীপ ধরে এর জমি প্লট নং ৫। **পূর্বে :** লক্ষ্মী স্বর্ণকারের জমি প্লট নং ২। **পশ্চিমে :** ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	ক) ২৪,৮৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৮,৩০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০ টাকা

ডাক/টেন্ডার নথি বিক্রি	আইডিবিআই ব্যাঙ্ক রিটেল রিকভারি ডিপা. ৩য়তল, আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা- ৭০০১৭ থেকে সকল কাজের দিন (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত) বা ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং https://baanknet.com থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বেলা ১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।
ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সহ টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।
ই-নিলামের তারিখ/ই-নিলামের সময়	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত

দরপত্রে উল্লেখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারাংশ
১. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
২. দরপত্রটি কলকাতা জোনাল অফিস ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ থেকে কর্মদিবসে (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত) পাওয়া যাবে www.idbibank.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে বিধি ৮(৬) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার কাছে বিক্রয়ের জন্য একটি বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিশদ বিবরণ এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং উপরে উল্লিখিত শাখা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে সংযুক্ত দরপত্রের নথিটি দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

তারিখ : ১৮.০১.২০২৬ স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক**

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১)

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : comurshidrec@pnb.bank.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) মহ সানওয়ার বিশ্বাস ওরফে মহ সানইয়ার বিশ্বাস ওরফে মহ সানওয়ার আলি বিশ্বাস,** স্বত্বাধিকারী -নিউ কৃষি ঘর, পিতা আবদুর রশিদ বিশ্বাস ওরফে আবদুর রশিদ বিশ্বার। **খ) শাখা : দৌলতাবাদ (০৭৮৩২০)**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা -রুহিয়া, জেএল নং ১২৭, থানা বহরমপুর, প্লট নং এলআর ১২৯২ এবং খতিয়ান নং এলআর ৮৮৪, জমির শ্রেণি ভিটা, পরিমাপ এরিয়া ০.০২৭৫ একর, এবং প্লট নং এলআর ১২৯২, এবং খতিয়ান নং এলআর ৫৭৫, জমির শ্রেণি -ভিটা, পরিমাপ ০.০১৫ একর, মোট এরিয়া ০.০৪২৫ একর, থানা দৌলতাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল হেবানামা নং ৫৭১২, তারিখ ০৮.০৭.১৯৯৯ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ২৬৪৯ তারিখ ২৮.০৩.১৯৯৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল হেবানামা নং ১৭৫০ তারিখ ০৪.০৩.১৯৯৩ এবং রেজিস্ট্রিকৃত হেবানামা নং ১১৯৫ তারিখ ২১.০২.২০০৮ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি সানওয়ার আলি বিশ্বাস,** পিতা আবদুর রশিদ বিশ্বাস এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : হাই স্কুল। দক্ষিণে : জলঙ্গী রোড। পূর্বে : রেজাউল হোসেন। পশ্চিমে : আবদুল রহমানের ভবন।	ক) ০৬.১১.২০২৫ খ) ১৬.০১.২০২৬ গ) ৮,৪৭,০৬৭.৯৪ টাকা (আট লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতষট্টি টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ

তারিখ : ১৬.০১.২০২৬
স্থান : দৌলতাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মহ ইমতিয়াজ এবং শ্রী ফৈজ আহমেদ। খ) শাখা : বার্নপুর ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ২২, প্লট নং ৩৫১, খতিয়ান নং ১১৯৮ এবং ১১৯৯, মৌজা - ইসমাইল, ওয়ার্ড নং ৮৩, শ্রেণি বাস্তু, আজাদ নগর, গ্রাফিক ওয়ার্ল্ড এর নিকট এবং কাজল বেকারি সংলগ্ন, বার্নপুর, থানা হীরাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫। **জমির এরিয়া -৩.০ কাঠা।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মহ আনসারি এর সম্পদ্দি। দক্ষিণে : মহ শেখাওয়াত এর সম্পত্তি। পূর্বে : ১০ চওড়া রোড। পশ্চিমে : প্লট নং ৩৫০।	ক) ১৫.০১.২০২৬ খ) ০৩.১১.২০২৫ গ) ৮,৬৬,৬৩৩.৯৭ টাকা (আট লাখ ছেষট্টি হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সৈয়দ মহম্মদ আফরোজ।** **খ) শাখা : বার্নপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেলা পশ্চিম বর্ধমান এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -আসানসোল, পরগনা -শেরগড়, তৌজি নং ১৯, মৌজা - হীরাপুর, সিএস খতিয়ান নং ১৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৬১২, ৬১৩, সিএস দাগ নং ২৩ এবং ২৪, আরএস দাগ নং ৪৫০ এবং ৪৫১, এলআর প্লট নং ৫৪৩ এবং ৫৪৪, পরিমাপ ১২০০ বর্গফুট জমি তদস্থিত ভবন অংশ হোল্ডিং নং ৩৯২/৩৭৮, ধরমপুর, ওয়ার্ড নং ৪৬-এএমসি-৭১৩৩২৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক। দক্ষিণে : সৈয়দ মাকসুদ এর ভবন। পূর্বে : গলি। পশ্চিমে : গলি।	ক) ১৫.০১.২০২৬ খ) ০৩.১১.২০২৫ গ) ২১,২৮,০৭০.৪৯ টাকা (একুশ লাখ আঠাশ হাজার সত্তর টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি নিয়তি বাউড়ি,** **খ) শাখা : বার্নপুর।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা আসানসোল (দক্ষিণ), এডিএসআর অফিস -আসানসোল, মৌজা- আসানসোল পুরসভা পিন- ৭১৩৩০৪, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৬০১১, ৬০১২ এবং ৬০১৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৫০৫ এবং ৪০৮৩, বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৬, অবস্থিত ৪র্থতলে, ভবনের পরিচিত পার্বতী এনক্লেভ নামে, ঢাকা এরিয়া ৭৫৬ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৫ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, লাইন, সংযোগ, সিঁড়ি ইত্যাদি এবং ২ চক্রযান পার্কিং ২১ বর্গফুট একতলায় এবং সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **সম্পত্তির তপশিল চৌহদ্দি :** (চৌহদ্দি / অ্যাপার্টমেন্ট / ফ্ল্যাট) উত্তরে : চলার পথ / ফ্ল্যাট নং ৩০৭-জে এন মুখার্জি এর; দক্ষিণে : চলার পথ / সকলের ব্যবহারের পথ; পূর্বে : সড়ক / চলার পথ; পশ্চিমে : শ্রী বিশ্বাস এর ভবন / ফ্ল্যাট নং ৩০৫ -টি কুম্ভকার এর	ক) ১৫.০১.২০২৬ খ) ২১.১০.২০২৫ গ) ১৯,৭৪,৪১০.৫০ টাকা (উনিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ দশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী নীতীশ কুমার খ) শাখা : বর্ধমান	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা - পতিকীর্তিপুর, জেএল নং ০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৯১, এলআর প্লট নং -৩৩৯, এরিয়া ০.০৯ একর, শ্রেণি-বাস্তু বাঘার -১ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা এবং জেলা : বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : হলদি থেকে ৬ মাইল পিচ রোড। দক্ষিণে : অজয় হালদারের খালি জমি। পূর্বে : অন্যান্যর খালি জমি। পশ্চিমে : মিথিলেশ সাউ এর সম্পত্তি।	ক) ১৬.০১.২০২৬ খ) ২১.১০.২০২৫ গ) ৯,৭৮,২৫৪.০৭ টাকা এবং অধার্য সুদ (নয় লাখ আটাত্তর হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ

চৌহদ্দি	অ্যাপার্টমেন্ট	ফ্ল্যাট
উত্তরে	চলার পথ	ফ্ল্যাট নং ৩০৭-জে এন মুখার্জি এর
দক্ষিণে	চলার পথ	সকলের ব্যবহারের পথ
পূর্বে	সড়ক	চলার পথ
পশ্চিমে	শ্রী বিশ্বাস এর ভবন	ফ্ল্যাট নং ৩০৫ -টি কুম্ভকার এর

তারিখ : ১৮.০১.২০২৬
স্থান : আসানসোল/বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃঅঃ-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: comurshidrec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্রমিক নং. ১ থেকে ২১	অনলাইন: ০৬.০২.২০২৬	দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত
ক্রমিক নং. ২২ থেকে ৪৪	অনলাইন: ১৮.০২.২০২৬	দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) সম্পত্তি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম:** **বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মোস্তাফা কামাল** **মহঃ মোস্তাফা কামাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ মোসলেম আলী গ্রাম + পোঃ- পুলিন্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ), পিন- ৭৪২১৩৪।	আবাসিক জমি ও ভবন, যা ২৩.১০.২০১৩ তারিখের ৬৭৫৯/২০১৩ নং দানপত্র দলিল দ্বারা সম্পাদিত। সম্পত্তিটি মৌজা- পুলিন্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। জমির জেএল নং ১৪, প্লট নং ৫০৭৫, ৫০৭৬ ও ৫০৭৭, এল আর খতিয়ান নং ৪৯৯১, পরিমাপ ০.১১ একর, প্রকার- ভিটি। **স্বত্বাধিকারী- মহঃ মোস্তাফা কামাল,** পিতা- মোঃ মোসলেম আলী। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১৯.০৭.২০১৯ খ) ০৬.১১.২০১৯ গ) ১০,৪৬,৪৬০.৮৬ টাকা **(দশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত ষাট টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র), ১৯.০৭.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী** ৩০.০৬.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদসহ এবং পরবর্তী অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,৬২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৬,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA37953571	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২.	**শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **অসীম কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত অধর হরি দাস, ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, কান্দি, পোস্ট ও থানা কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **শুভেন্দু দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- অসীম কুমার দাস, লোহাপট্টি, কান্দি, পোস্ট ও থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭ **অধর হরি দাস (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত নর হরি দাস, লোহাপট্টি, কান্দি, পোস্ট এবং থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭	সাদপুর মৌজায় অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৬৫, এলআর প্লট নং ৪৫৮৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৪, ৩৫০৭, পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, কান্দি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নম্বর ৪/৮, পাঁচগাছিয়া, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- কান্দি, জেলা মুর্শিদাবাদ, ২০০৬ সালের উপহারের দলিল নং ১৪, এডিএসআর কান্দি -তে রেজিস্টার্ড । **স্বত্বাধিকারী- ১) শুভেন্দু দাস,** পিতা- অসীম কুমার দাস। **২) অধরহরি দাস** পিতা- প্রয়াত নর হরি দাস **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ২,১৫,৮৮৬.০০ টাকা **(দুই লক্ষ পনেরো হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) ২২.০৯.২০২২ অনুযায়ী** ১৮.০৯.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৪,০২,২০০.০০ টাকা খ) ১,৪০,২২০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০০ টাকা ঘ) PUNBU07922118	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **এ/সি নাম- মহঃ এমদাদুর রহমান** **মহঃ এমদাদুর রহমান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- মহঃ আরশাদ আলী, গ্রাম- বালিগ্রাম, পোঃ ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮।	জমি ও দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, প্লট নং আরএস ২৯৮০, এলআর ৫১০১, এলআর খতিয়ান নং ১২৫৬৮, যার পরিমাপ ২.৮৭ ডেসিমেল। জমির ধরন- বাড়ি। লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত, বালিগ্রাম, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ -এর অধীন। ২০১৮ সালের ৫৬৭ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মোঃ এমদাদুর রহমান,** পিতা- মোঃ আরশাদ আলী। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ১২.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ৯,১২,৪৩০.০৫ টাকা **(নয় লক্ষ বারো হাজার চারশো ত্রিশ টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র) ১৩/২ নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে অতিরিক্ত সুদ সহ** তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১১,২৯,৫০০.০০ টাকা খ) ১,১২,৯৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40358041	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪.	**শাখার নাম:** **লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: কাজু ঘোষ** **কাজু ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ, গ্রাম- পাহাড়পুর, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	পাহাড়পুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৯, প্লট নং আর.এস. ৮৬৩, এল.আর. ১০৭৬, খতিয়ান নং এল.আর. ৬৯৪১৯, জমির পরিমাণ **৪ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- ভিটি, ৫ নং বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পো. ও থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, এডিএসআর ভগবানগোলা-এ নিবন্ধিত **২০১৫ সালের ৮২৩৫ নং দানপত্র দলিল** অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: কাজু ঘোষ,** পিতা- জ্ঞাননাথ ঘোষ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ২,০৩,৩৪২.০০ টাকা **(দুই লক্ষ তিন হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৬.০৮.২০২২ অনুযায়ী,** ২৮.০৮.২০১৭ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও অন্যান্য চার্জ সহ।	ক) ৪,১১,০০০.০০ টাকা খ) ৪১,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA37766981	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৫.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম-আব্দুল খালেক শেখ** **আব্দুল খালেক শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- কাছিবুদ্দিন শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, ডাকঘর ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩। **জাহেদা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- আব্দুল খালেক শেখ গ্রাম- বেলডাঙ্গা, তমালতলা, ডাকঘর ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং যা বেলডাঙ্গা মৌজা, জে.এল. নং ৫১, আর.এস. প্লট নং ২৭৬৪, এল.আর. প্লট নং ৪০৩৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৪৭৯, জমির প্রকার- ভিটি, এলাকা ৪ ডেসিমেল, বেলডাঙ্গা পৌরসভা, বেলডাঙ্গা, বাগদিপাড়া, ১৩ নং ওয়ার্ড, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩, এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত ২০১৬ সালের বিক্রয় দলিল নং ২১৪২ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: জাহেদা বিবি,** স্বামী-আব্দুল খালেক শেখ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ১০,২৩,৭৮৭.৪০ টাকা **(দশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশো সাতাশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) যা ২৫.০১.২০২২ তারিখের হিসাবে,** ৩১.০৫.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৭,৭৩,৯০০.০০ টাকা খ) ১,৭৭,৩৯০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU72349864	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৬.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: এম জি ফুড প্রোডাক্ট** **মেসার্স এম জি ফুড প্রোডাক্ট (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- নাজবুর রহমান গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, রায়তনবাগ, ডাকঘর- দহাপাড়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬০। **নাজবুর রহমান (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত গোলাপ রহমান গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, রায়তনবাগ, ডাকঘর- ডি এল এস এস জে ধাম, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৪।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা ইট নির্মিত আবাসিক কাম বাণিজ্যিক বিল্ডিং যা রায়তনবাগ মৌজা, জে.এল. নং ০৭, আর.এস. প্লট নং ৬৬/১/১৯, এল.আর. প্লট নং ২১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪৩, এলাকা ৫ ডেসিমেল, জমির প্রকার- বাড়ি, দহাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর লালবাগ-এ নিবন্ধিত ২০০১ সালের গিফ্ট ডিড নং ১৪৬৫ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: নাজবুর রহমান,** পিতা- প্রয়াত গোলাপ রহমান। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ৭,৪০,৫০৫.০০ টাকা **(সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা মাত্র) যা ২৪.০৫.২০২২ তারিখের হিসাবে,** ২৯.০৭.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৩,২৪,৮০০.০০ টাকা খ) ১,৩২,৪৮০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40455400	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৭.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম-কৃষি বন্ধু ফার্টিলাইজার** **মেসার্স কৃষি বন্ধু ফার্টিলাইজার, স্বত্বাধিকারী- মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪। **বিলকিস বেগম (জামিনদার)** স্বামী- লুৎফর রহমান **মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি পরিমাপ ০.০৫ একর, যা বারুয়া মৌজা, জে.এল. নং ৬০, খতিয়ান নং এল.আর.- ২৮৪১, প্লট নং আর.এস. - ১৯০১, এল.আর. ৩২০৫, জমির প্রকার - বাড়ি, এডিএসআর বেলডাঙ্গা-তে নিবন্ধিত। স্বত্বাধিকারী: মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ, পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ, গ্রাম- সারগাছি, ডাকঘর- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪। চৌহদ্দি- উত্তরে ৩ ফুট রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে পূর্ণা শেখের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে ৮ ফুট রাস্তা দ্বারা এবং পশ্চিমে পুকুর দ্বারা বেষ্টিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ,** পিতা- প্রয়াত নামজি শেখ। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৬.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ১৫,২৪,৪১৯.৭৮ টাকা **(পনেরো লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশো উনিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র)** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত অতিরিক্ত সুদ সহ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ব্যয়িত অদ্যাবধি সুদ ও খরচ সহ এবং অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ৩৪,১১,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪১,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO39899209	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৮.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম-কবীর** **কবীর (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- এহসান আলী গ্রাম- নব্যপল্লী, ডাকঘর- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **আলীআরা বিবি (জামিনদার)** স্বামী- মহঃ এহসান আলী গ্রাম- নব্যপল্লী, চাঁমাপাড়া, ডাকঘর- কৃষ্ণপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং একতলা আরসিসি ছাদযুক্ত ইট নির্মিত আবাসিক বিল্ডিং যা লালগোলা মৌজা, জে.এল. নং ৮০, আর.এস. প্লট নং ২৯১৪, এল.আর. প্লট নং ৪৩১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৭১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৫০, এলাকা ১ ডেসিমেল, জমির প্রকার- বাড়ি, লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, চাঁমাপাড়া, লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮, এডিএসআর ভগবানগোলা-এ নিবন্ধিত ২০১৩ সালের গিফ্ট ডিড নং ১১৫২৮ অনুযায়ী। স্বত্বাধিকারী- আলীআরা বিবি, স্বামী- মহঃ এহসান আলী। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০৪.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ২,৫৭,৪৯৯.৬২ টাকা **(দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) যা ৩০.০৪.২০২২ তারিখের হিসাবে,** ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ৪,১৯,৫০০.০০ টাকা খ) ৪১,৯৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU72243796	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৯.	**শাখার নাম:** **কুমারদাহঘাট (১৩৫১২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: সায়রা খাতুন** **সায়রা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত আবুল শেখ গ্রাম- হুমাইপুর, ডাকঘর- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪। **মানারুল হক (জামিনদার)** পিতা- মানসার আলী গ্রাম- জগন্নাথপুর, ডাকঘর- প্রদীপডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং দোতলা আবাসিক বিল্ডিং যা লালনগর মৌজা, জে.এল. নং ২০, এল.আর. প্লট নং ৬৮৩৫, ৬৮৪৪, ৬৮৪৫, এলাকা যথাক্রমে ০.০২৮৩, ০.০২৬৬, ০.০১৬৬ একর, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৯৩৭ এর অধীনে, মোট এলাকা (০.০২৮৩ + ০.০২৬৬ + ০.০১৬৬) = ০.০৭১৫ একর, জমির প্রকার- ভিটি, হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪, ডিএসআর মুর্শিদাবাদ-এ নিবন্ধিত ২০১৫ সালের গিফ্ট ডিড নং ২৫৭ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: সায়রা খাতুন,** পিতা- প্রয়াত আবুল শেখ। **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০৪.২০২২ খ) ১১.০৮.২০২২ গ) ৯,৩৪,৪৯০.০০ টাকা **(নয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো নব্বই টাকা মাত্র) যা ৩০.০৪.২০২২ তারিখের হিসাবে,** উপরোক্ত নোটিশে উল্লিখিত ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং অদ্যাবধি সুদ ও নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ব্যয়িত খরচ এবং অতিরিক্ত চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ২১,০২,৪০০.০০ টাকা খ) ২,১০,২৪০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U60683738	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১০.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: ইমরান হোসেন** **ইমরান হোসেন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ আখের হোসেন, গ্রাম- কাজিসাহ সাহেবপাড়া, পো.- কাজিসাহ, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **মহঃ আখের হোসেন (জামিনদার)** পিতা- মৃত জামাল আলি মণ্ডল, গ্রাম- কাজিসাহ সাহেবপাড়া, পো.- কাজিসাহ, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩	কাজিসাহ মৌজায় অবস্থিত ভূমি ও দোতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৫৫, প্লট নং এল.আর. ১২৮, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৬৩৭, জমির পরিমাণ **৩.৪৪ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- ভিটি, বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর বেলডাঙা-এ নিবন্ধিত ২০১০ সালের ১১৫২ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: ইমরান হোসেন,** পিতা- মো. আখের হোসেন **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৬,৪০,৬৭৩.১৪ টাকা **(ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত তিয়াত্তর টাকা চৌদ্দ পয়সা মাত্র) ০২.০৭.২০২২ অনুযায়ী,** ০১.১১.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ।	ক) ১৩,৬৫,৩০০.০০ টাকা খ) ১,৩৬,৫৩০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB2L861017317	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১১.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **এ/সি নাম: অখিল কুমার মন্ডল** **ঋণগ্রহীতা: অখিল কুমার মন্ডল** পিতা- অশোক মণ্ডল, গ্রাম- মহানন্দপুর, পোস্ট- মোক্তারপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২ **জামিনদার: অভিজিৎ মন্ডল** পিতা- অনিল কুমার মন্ডল, গ্রাম- গঙ্গারামপুর, পোস্ট ও থানা- নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৭	জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান, মৌজা - গঙ্গারামপুর, জেএল নং ১১২, প্লট নং ৬৪৫, খতিয়ান নং ১২, এলাকার পরিমাপ মোট ২৯ ডেসিমেলের মধ্যে ৯.৬৬ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গঙ্গারামপুর, থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদে, ২০০১ সালের উপহার দলিল নং ১৭৯৭, এডিএসআর নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: অভিজিৎ মণ্ডল, পিতা- অনিল কুমার মণ্ডল।** **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০১.২০২৪ খ) ২০.০৪.২০২৪ গ) ১১,৩২,৩৩০.২০ টাকা **(এগারো লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো ত্রিশ টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র) ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী** ৩১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি ।	ক) ২০,২০,৫০০.০০ টাকা খ) ২,০২,০৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO72609701	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১২.	**শাখার নাম: ভগবানগোলা (০২৩২২০)** **এ/সি নাম- মহঃ মিকাইল** **মহঃ মিকাইল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম - বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫। **মহঃ ইসরাফিল (জামিনদার)** পিতা - আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম - বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা - ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫।	মৌজা- কসবা বাহাদুরপুর, জেএল নং ৫৬, এলআর প্লট নং ১৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩০-এর অধীন ৮.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন- ভিটি। মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১০ সালের ১৩৯০৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ভগবানগোলায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ মিকাইল, ২. মহঃ ইসরাফিল** উভয়েরই পিতা- আব্দুল মান্নান মন্ডল, গ্রাম- বাটিকামারী, পোঃ- বাহাদুরপুর, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) ১৪.০২.২০২৩ গ) ১৮,২২,১২৪.১৫ টাকা **(আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার একশো চব্বিশ টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র) ১৭.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,২৭,১০০.০০ টাকা খ) ১,৭২,৭১০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU47026096	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৩.	**শাখার নাম: বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **এ/সি নাম- মহঃ কালিমউদ্দিন** **মহঃ কালিমউদ্দিন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। **মহঃ সুলেমান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। **মহঃ সুফিউদ্দিন (জামিনদার)** পিতা - মহঃ সাদেক আলী, ১২/২/এ, জসিমউদ্দিন খলিফা লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩।	মৌজা- খাগড়া, জেএল নং ৯৭, এলআর প্লট নং ১৫৩২, এলআর খতিয়ান নং ৮০৪৭, ৮০৪৮, ৮০৪৯ -এর অধীন ০.০১৬৫ একর পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - ভিটি। বহরমপুর পৌরসভা, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ১৯৯৯ সালের ৮৩৪৪ নং এবং ২০০৬ সালের ৯৮১৪ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, উভয়ই এডিএসআর সদর, জেলা মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ১. মহঃ কালিমউদ্দিন, ২. মহঃ সুলেমান, ৩. মহঃ সুফিউদ্দিন,** পিতা- মহঃ সাদেক আলী **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২১.১২.২০২২ খ) ২৯.০৩.২০২৩ গ) ১৭,৭৩,৬৪০.৬৮ টাকা **(সতেরো লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) ২১.১২.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ২৯.০৯.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ, সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২০,৬০,১০০.০০ টাকা খ) ২,০৬,০১০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO70467604	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৪.	**শাখার নাম- কুমারদাহঘাট (১৩৫১২০)** **এ/সি নাম- সুজিত পাল** **সুজিত পাল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - বিশ্বনাথ পাল, গ্রাম - বাহারান, চকপাড়া, কিসমতিমাদপুর, পোঃ- বারুইপাড়া, থানা - হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	মৌজা- কিসমত ইমাদপুর, জেএল নং ১৭, এলআর প্লট নং ১৯১৪, এলআর খতিয়ান নং ১০১৬৩-এর অধীন ০.০৩৩ একর পরিমাপের জমি ও একতলা আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন- ভিটি। খিদিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বাহারান চকপাড়া, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৭ সালের ৫৭৮৬ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর, হরিহরপাড়ার অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: সুজিত পাল,** পিতা- বিশ্বনাথ পাল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৪.০৮.২০২৩ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ৬,০৪,৪৩৫.৩৪ টাকা **(ছয় লক্ষ চার হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৪.০৮.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী,** ১০.০৪.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১০,৬৬,৫০০.০০ টাকা খ) ১,০৬,৬৫০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40423204	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৫.	**শাখার নাম: রাজারামপুর (১০০৪২০)** **এ/সি নাম- জমিরুল মন্ডল** **জমিরুল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - আমজেদ মন্ডল, গ্রাম - চুয়াপুকুর, পোঃ- সাগিয়া, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ	মৌজা- হরিশংকরপুর, গারাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন প্লট নং ১৩৫, যার পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল, খতিয়ান নং এলআর ২৪৬, জেএল নং ০৮৭, তৌজি নং ৫২৩, ধরন - বাড়ি-এর জমি ও ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । **স্বত্বাধিকারী: আলাউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- মৃত খলিলুর রহমান **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০৯.২০২১ খ) ১২.০৮.২০২২ গ) ৯,১৮,৩১৬.০০ টাকা **(নয় লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো ষোলো টাকা মাত্র) ১৩/২ নোটিশে উল্লেখিত হিসাবে ধার্য সুদ সহ,** এছাড়া তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৬,৪৫,১০০.০০ টাকা খ) ২,৬৪,৫১০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40326042	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৬.	**শাখার নাম: জিতপুর (১২৯৮২০)** **এ/সি নাম- মনিরুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** **মনিরুল ইসলাম** পিতা - মৃত সাজি রহমান মন্ডল, গ্রাম - চরুনগর, পোঃ- কুশাবেড়িয়া, থানা - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬	মৌজা- চরুনগর, জেএল নং ৬৩, এলআর প্লট নং ১৮৬/৩৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৬, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৯২১-এর অধীন ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও একতলা ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। ১২ নং জুরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৯ সালের ১০৪৬৩ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর ডোমকলে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মনিরুল ইসলাম,** পিতা- মৃত সজি রহমান মন্ডল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৭.১১.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ১৩,০০,৪১৫.৫২ টাকা **(তেরো লক্ষ চারশো পনেরো টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) ০৭.১১.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ০২.০৫.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ সহ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৬৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৬,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB7HZ57344502	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৭.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মেসার্স নিউ রেহেনা স্টিল ফার্নিচার অ্যান্ড গিফট হাউস (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- আব্দুল আওয়াল মোল্লা,** গ্রাম - বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **শাহিনুর বেগম (জামিনদার)** স্বামী - আব্দুল আওয়াল মোল্লা, গ্রাম - বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯	মৌজা- বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, প্লট নং আরএস ১৮৯৯, এলআর ৩১৭২, এলআর খতিয়ান নং ৮৮০৬-এর অধীন ৫.৩১ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও দোতলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন - বাড়ি। দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীন। ২০১৮ সালের ৯৬০৯ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল আওয়াল মোল্লা,** পিতা- মহঃ ইসরাইল মোল্লা, গ্রাম- বড়ুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ১৭,৭৮,২২৭.০০ টাকা **(সতেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশো সাতাশ টাকা মাত্র) ২০.০৯.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ২৬.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ সহ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪৪,০০,১০০.০০ টাকা খ) ৪,৪০,০১০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40395116	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৮.	**শাখার নাম: বেলডাঙা (০২৩০২০)** **এ/সি নাম- মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ** **মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আব্দুল ওয়াহেদ, গ্রাম- বেলডাঙা, উত্তরপাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **এছাড়াও,** ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩। **ডলি বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- মহঃ ইমতিয়াজ আহমেদ, ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩।	জমি ও একতলা আবাসিক বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বেলডাঙা, জেএল নং ৫১, আরএস প্লট নং ১৯০০, এলআর প্লট নং ৫১৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৩২৭, যার পরিমাপ ৬.০৭ ডেসিমেল। জমির ধরন- ভিটি। বেলডাঙা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১১৩/এন/৭, উত্তরপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ৭, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীন। ২০০৩ সালের ৬৭৭২ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, এডিএসআর বেলডাঙা-তে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: ডলি বেগম,** স্বামী- মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ। **(দখল- গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ৮,৫৯,৮৫৩.৪৭ টাকা **(আট লক্ষ উনষাট হাজার আটশো তিপ্পান্ন টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) ২৫.০১.২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ সহ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৮,৬০,৩০০.০০ টাকা খ) ১,৮৬,০৩০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU74144965	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
১৯.	**শাখার নাম: গোরাবাজার (০৮২২২০)** **এ/সি নাম- মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ** **মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - মীরমদন শেখ, গ্রাম - দহেরধর, পোঃ- মহুলা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **তাজিয়া খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী - মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ, গ্রাম - দহেরধর, পোঃ- মহুলা, থানা - বেলডাঙা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩	মৌজা- মহুলা, জেএল নং ৩, এলআর প্লট নং ৬৭০, এলআর খতিয়ান নং ৫০২৪ -এর অধীন ০.০৩৫ একর পরিমাপের জমি ও আবাসিক ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির ধরন ভিটি। মহুলা নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর অধীন। ২০০৩ সালের ৪৭১৫ নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, ডি.আর. মুর্শিদাবাদের অফিসে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মিনারউদ্দিন শেখ,** পিতা- মীরমদন শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৪.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ১৪,৩২,২০২.০০ টাকা **(চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশো দুই টাকা মাত্র) ২৭.০৪.২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** ধার্য সুদ সহ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬,৪৪,৪০০.০০ টাকা খ) ৬৪,৪৪০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU44198760	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২০.	**শাখার নাম:** **ভগবানগোলা (০২৩২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম: কিরমান আহমেদ** **কিরমান আহমেদ (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী- মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ পিতা- মৃত পিয়ারুল হক, গ্রাম- মহেশ নারায়ণগঞ্জ, পো. ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **শবনম পারভিন (জামিনদার)** স্বামী- কিরমান আহমেদ, গ্রাম- মহেশ নারায়ণগঞ্জ, পো. ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫	মহিষাস্থলী মৌজায় অবস্থিত জমি ও একতলা আবাসিক বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৬, প্লট নং আর.এস. এবং এল.আর. ৩১৫, খতিয়ান নং আর.এস. ৩৪৩, এল.আর. ৮২১৪, জমির পরিমাণ **২ ডেসিমেল,** জমির প্রকার- বাস্তু, ভগবানগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ডিএসআর- মুর্শিদাবাদ -এ নিবন্ধিত **২০১২ সালের ৮৩৩৮ নং দানপত্র দলিল। স্বত্বাধিকারী: শবনম পারভিন,** স্বামী- কিরমান আহমেদ **(দখল-গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ১৩.০১.২০২৩ গ) ৫,৩৮,৭৮০.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র) ০২.০৭.২০২২ অনুযায়ী,** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬,৩৩,৬০০.০০ টাকা খ) ৬৩,৩৬০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU41784968	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২১.	**শাখার নাম:** **পাটিকাবাড়ি (০৯৩১২০)** **মেসার্স সুনিতা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শুভজিৎ দত্ত** গ্রাম এবং পোস্ট- পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬২ **শুভজিৎ দত্ত (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সান্তনু দত্ত, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ি, পোস্ট পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১ **সুনিতা দত্ত (জামিনদার)** স্বামী- সান্তনু দত্ত, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পাটিকাবাড়ি, পোস্ট পাটিকাবাড়ি, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১	পাটিকাবাড়ি মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৩৬, প্লট নং আরএস ২৪৯৭, ২৪৯৮, ২৪৯৯ এলআর ২৯১১, ২৯১২, ২৯১৩, এলাকার পরিমাপ ২ ডেসিমেল, ১০ ডেসিমেল, ৫ ডেসিমেল, মোট ১৭ মোট, যার মধ্যে পশ্চিম দিকে ৫ মোট উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৭০ এর অধীনে, জমির ধরণ- বাড়ি, পাটিকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, ২০০৫ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৫৫ অনুযায়ী, এসআর অফিস, আমতলা এ রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী- সুনিতা দত্ত** স্বামী- সান্তনু দত্ত **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ গ) ৮,৯৩,৬৯৯.৮২ টাকা **(আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত নিরানব্বই টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) ২২/০৯/২০২২ অনুযায়ী** ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১১,৬৬,৪০০.০০ টাকা খ) ১,১৬,৬৪০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০০ টাকা ঘ) PUNBU73197159	ক) ০৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২২.	**শাখার নাম:** **হরিহরপাড়া (০৩৩৪২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- গোপাল হালদার** **গোপাল হালদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত মন্মথ হালদার, গ্রাম- ভাগীরথপুর, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **তিলোকা বালা হালদার (জামিনদার)** স্বামী- প্রয়াত মনমথ হালদার, গ্রাম- ভাগীরথপুর, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা হোল্ডিং প্লট নং আর.এস. ১১৬৯/২৪৩৪, খতিয়ান নং ৩৯৬০, মৌজা - ভাগীরথপুর, জে.এল. নং ৪৬-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৪১২ বর্গফুট, জেলা মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তিটি তিলোকা বালা হালদার, স্বামী- প্রয়াত মন্মথ হালদার-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে - দুলাল হালদার; দক্ষিণে- সিপিআইএম পার্টি অফিস ও ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্বে- তোতন হালদারের ফাঁকা জমি; পশ্চিমে- নিহার হালদারের সম্পত্তি। **স্বত্বাধিকারী: তিলোকা বালা হালদার,** স্বামী- প্রয়াত মনমথ হালদার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৬.০৫.২০১৬ খ) ০৭.০৯.২০১৬ গ) ৪,৬১,৩৩৪.০০ টাকা **(চার লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬,৬৯,০০০.০০ টাকা খ) ৬৬,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40314727	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৩.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- কবির এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স কবির এন্টারপ্রাইজ, (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- হুমায়ুন কবির** পিতা- মুক্তাদির শেখ, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া, পোঃ-হরিভাঙ্গা, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **মুক্তাদির শেখ (জামিনদার)** পিতা- হাজি আহাদ আলী, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া, পোঃ-হরিভাঙ্গা, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা দাগ/প্লট নং এল.আর. ১০৮৭, খতিয়ান নং এল.আর. ১৪৯৪, মৌজা খানপুর, জে.এল. নং ৩৯, থানা মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদের অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ০৪ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি মুক্তাদির শেখ, পিতা- হাজি আহাদ আলী-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- চপাতুল্লা শেখের বাড়ি; দক্ষিণ দিকে- ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; পূর্ব দিকে- আব্দুল গণির বাড়ি; পশ্চিম দিকে- আশরাফুল শেখের বাড়ি। **স্বত্বাধিকারী: মুক্তাদির শেখ,** পিতা- হাজি আহাদ আলী। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.১০.২০১৩ খ) ০১.১০.২০১৯ গ) ৫,৪৭,৪৩১.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত একত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫,৩৫,০০০.০০ টাকা খ) ৫৩,৫০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40412258	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃঅঃ-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান ঘ) সম্পত্তি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
২৪.	**শাখার নাম:** **ডাকবাংলো মোড় (১৬৬৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মহঃ সাহিদ শেখ** **সাহিদ শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ-তিনপাকুরিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২, পশ্চিমবঙ্গ **মহঃ শাকির আলী (জামিনদার)** পিতা- মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ-তিনপাকুরিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ০.০৪৫০ ডেসিমেল, যা এল.আর. প্লট নং ২৮৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৯০০ ও ৩৫২১, মৌজা- অনুপনগর, জে.এল. নং ৯০, গ্রাম অনুপনগর, থানা সামশেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ শাকির আলী,** পিতা- মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ , তিনপাকুরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন , ৭৪২২০২, পশ্চিমবঙ্গ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০১.১০.২০১৮ খ) ১৩.১২.২০১৮ গ) ৬,২১,৭০৪.৮৫ টাকা **(ছয় লক্ষ একুশ হাজার সাতশত চার টাকা ও পঁচাশি পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫,৭৪,০০০.০০ টাকা খ) ৫৭,৪০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA403928141	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৫.	**শাখার নাম:** **ডাকবাংলো মোড় (১৬৬৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- সেনা বিবি** **সেনা বিবি (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- বসীর শেখ, গ্রাম- রতনপুর, পোঃ- ধুলিয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২। **মহঃ বরজাহান শেখ (জামিনদার)** পিতা- কায়েস শেখ এবং জলিম্যান বিবি (জামিনদার), স্বামী- জাসিস শেখ, ঠিকানা- গ্রাম- রতনপুর, পোঃ-ধুলিয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৬.৬২৫ ডেসিমেল, যা এল.আর. প্লট নং ২৩৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৯১ ও ৩৫২১, মৌজা- অনুপনগর, জে.এল. নং ৯০, গ্রাম রতনপুর, কাছানতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, থানা সামশেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মহঃ বরজাহান শেখ, পিতা- কায়েস শেখ এবং জলিম্যান বিবি, স্বামী- জাসিস শেখ-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- দিলওয়ার শেখের জমি; দক্ষিণ দিকে- সিরাজুল শেখের বাড়ি; পূর্ব দিকে- সিরাজুল শেখের জমি; পশ্চিম দিকে- অ্যাপোচ রোড। **স্বত্বাধিকারী:১। মহঃ বরজাহান শেখ,** পিতা- কায়েস শেখ **২। জলিম্যান বিবি,** স্বামী- জাসিস শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০১.১০.২০১৮ খ) ১৩.১২.২০১৮ গ) ৫,০৯,০৯৬.০০ টাকা **(পাঁচ লক্ষ নয় হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৪,৫৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৫,৮০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA404680751	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৬.	**শাখার নাম:** **ভাদুড়িয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- ভাই ভাই ইলেক্ট্রিকস** **মেসার্স ভাই ভাই ইলেক্ট্রিকস,** **স্বত্বাধিকারী- এলা বক্স,** পিতা- বিচারউদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩। **এলা বক্স** পিতা- বিচারউদ্দিন, (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩ **এ.এস মহঃ ইস্টেন (জামিনদার)** পিতা- ইমান আলী মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও দুই তলা ভবন যা হোল্ডিং এল.আর. প্লট নং - ৩৮০/১৮৮৫৮, এল.আর. খ তিয়ান নং ১৫১৯৯; মৌজা- ফরিদপুর, জে.এল. নং ৪০-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৩৬ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি এলা বক্স, পিতা- বিচারউদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ -এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: এলা বক্স,** পিতা- বিচারউদ্দিন। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০১৬ খ) ০৭.০৯.২০১৬ গ) ৪,৪১,৭৯৫.৩৫ টাকা **(চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৯,৩৯,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৩,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB6Q4518146941	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৭.	**শাখার নাম: পালসন্ডা (১৬২০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস** **আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস, ১। গ্রাম- উদয়জল, পোঃ-পালসন্দা, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৮ ২। ৮৭/৩৭, ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **শের আলম খান (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত ফজলু খান, গ্রাম- তালবাগান পাড়া, পোঃ-চালতিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৫।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট নং এলআর ৮৫৩, খতিয়ান নং এলআর ৩৪, মৌজা- দক্ষিণগ্রাম, জে.এল. নং ৪৮, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস, পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস,** পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৪.০২.২০১৯ খ) ০৭.০৫.২০১৯ গ) ৩,২৪,৪১৬.০০ টাকা **(তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত ষোল টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৮,০২,০০০.০০ টাকা খ) ৮০,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40478145	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৮.	**শাখার নাম:** **বালিঘাট (০৭৮৪২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- হোসেন শেখ** **হোসেন শেখ,** পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল, (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম- গোকুলপুর, পোঃ-বালি গোকুলপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা দাগ/প্লট নং এল.আর. , ৭৩৮, ৭৩৮/৮৬৪, ৭৩৯, ৭৩৯/৮৬৫, খতিয়ান নং এল.আর. , ১৩৯৬/১, মৌজা বালী, জে.এল. নং ২৬, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ১১ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি হোসেন শেখ, পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- জিলান রহমান; দক্ষিণ দিকে- দোখালি শেখ; পূর্ব দিকে- মালিকদের জমি; পশ্চিম দিকে- পঞ্চায়েত রোড। **স্বত্বাধিকারী: হোসেন শেখ,** পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৩.০৬.২০১৬ খ) ২৩.০৯.২০১৬ গ) ৫,৭৭,৪৬২.৩৩ টাকা **(পাঁচ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশত বাষট্টি টাকা ও তেত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৯,৯৯,০০০.০০ টাকা খ) ৯৯,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA402707081	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
২৯.	**শাখার নাম:** **বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- ভাই ভাই ফার্টিলাইজার** **মেসার্স ভাই ভাই ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- আব্দুল রউফ** গ্রাম- বলরামপুর, পোঃ-বাসুদেবখালি, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৭।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- বলরামপুর, জে.এল. নং ২০, এল.আর. প্লট নং ৬৩৩ (এলাকা ০.০০৪০ একর) এবং এল.আর. প্লট নং ৬৩৫ (এলাকা ০.০৩ একর), এল.আর. খতিয়ান নং ৫২-এর অধীনে অবস্থিত, মোট এলাকা (০.০০৪০ + ০.০৩) = ০.০৩৪০ একর, জমির ধরণ - ভিটি। এটি রাধারঘাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১১ সালের ডিড নং ১২৫৯৫ (এডিএসআর সদর জেলা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত) অনুসারে দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল রউফ,** পিতা- ইসলাম শেখ, গ্রাম- বলরামপুর, পোঃ- বাসুদেবখালি, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৭ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ২,৭৬,৭৩৫.০০ টাকা **(দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ৪৯,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA381007431	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩০.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আব্দুল মান্নান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ, গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, পোঃ- দহাপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা পুরাতন দাগ/প্লট নং ৬৬, এল.আর. ২১৩, খতিয়ান নং এল.আর. ৩২৮, মৌজা রায়তনবাগ, জে.এল. নং ৭, থানা মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ -এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ২.২৫ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আব্দুল মান্না, পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল মান্না,** পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২২.০৩.২০১৬ খ) ২১.০৯.২০১৬ গ) ৬,৩৫,৪১৪.২৪ টাকা **(ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত চৌদ্দ টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৫৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,২৫,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40346544	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩১.	**শাখার নাম: জলঙ্গী (০২৩১০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- গোলাম কিবরিয়া** **গোলাম কিবরিয়া (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শামসুল হোদা, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮ **গোলাম সোহর্তো (জামিনদার)** পিতা- শামসুল হোদা, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮ **শামসুল হোদা (জামিনদার)** পিতা- আব্দুস সামাদ, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৮	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- দেবিপুর, জে.এল. নং ৪, এল.আর. প্লট নং ০৪, ০৫, এল.আর. খ তিয়ান নং ৯৫৩১, ১২০২২, ১২০২৩-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, জমির ধরণ - বাড়ি। এটি কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১৩ সালের ডিড নং ১২৫১ (এডিএসআর, গোয়াসে নিবন্ধিত) অনুসারে দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: ১) গোলাম কিবরিয়া, ২) গোলাম সোহর্তো** (উভয়েই পিতা- শামসুল হোদা), **৩) শামসুল হোদা,** পিতা- আব্দুস সামাদ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৩.০৯.২০২২ খ) ০৬.০১.২০২৩ গ) ৪,৪৯,৩৭২.৯৬ টাকা **(চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪৭,৮১,৭০০.০০ টাকা খ) ৪,৭৮,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU46753130	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩২.	**শাখার নাম:** **গোরাবাজার (০৮২২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- বাপ্পাদিত্য সিংহ** **বাপ্পাদিত্য সিংহ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হরেন্দ্র সিংহ, ১২/৬, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০১ **সুমিতা সিংহ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- হরেন্দ্র সিংহ, ১২/৬, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১ **বিক্রম সিংহ,** পিতা- হরেন্দ্র সিংহ, ৬/১২, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট নং আরএস ২১৪৬, এলআর ৪৫৯১, আরএস ২১৪৬/৩২২৯, এলআর ৪৫৯৪, খতিয়ান নং এলআর ৭২১৮, মৌজা- সাইদাবাদ, জে.এল. নং ১০০-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০.০২২৫ একর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: সুমিতা রানী সিংহ,** স্বামী- হরেন্দ্র সিংহ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৯.১১.২০১৯ খ) ২৭.০১.২০২০ গ) ৬,৮৮,৯৮২.০০ টাকা **(ছয় লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র) ১৬.১১.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২২,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৫,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA404097751	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৩.	**শাখার নাম:** **লক্ষ্মীপুর (১১৬৭২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- জাবির শেখ** **জাবির শেখ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃ-রঘুনাথপুর, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৩	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- কাঁচড়ামারি, জে.এল. নং ৭৬, প্লট নং আরএস ৮১, এলআর ৭২ (এলাকা ০.০১১৩ একর), প্লট নং আরএস ৮২, এলআর ৭৩ (এলাকা ০.০৩ একর)-এর অধীনে অবস্থিত, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯৩ সহ, মোট এলাকা (০.০১১৩+০.০৩) = ০.০৪১৩ একর, জমির ধরণ - বাড়ি। এটি লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১১ সালের ডিড নং ৩৪১ (এডিএসআর, নিমতিতাতে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: জাবির শেখ,** পিতা- জেরাত আলী, গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃ - রঘুনাথপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০১.০৮.২০২২ খ) ০৬.১২.২০২২ গ) ৫,৩৪,৪৭৭.৭৫ টাকা **(পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৭,০৩,০০০.০০ টাকা খ) ৭০,৩০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40343932	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৪.	**শাখার নাম:** **বহরমপুর (০২২৯২০)** অ্যাকা. নাম : মেসার্স নিউ রানী এন্টারপ্রাইজ **মেসার্স নিউ রানী এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- অজয় কুমার সাহা** গ্রাম- পোপারা, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৬ **অজয় কুমার সাহা** পিতা- অজিত কুমার সাহা, গ্রাম- পোপারা, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৬	জমি এবং দ্বিতল ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- পোপারা, জে.এল. নং- ৮৮, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং- ২৩০৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৫২৩-এ অবস্থিত, পরিমাপ ০.০৪ একর, জমির ধরণ- বাড়ি, সাগরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোপারা, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৬-এ অবস্থিত। এ.ডি.এস.আর. সাগরদিঘিতে নিবন্ধিত ২০০৪ সালের ৩৩১৯ নং দানপত্র দলিল মূলে। **স্বত্বাধিকারী: অজয় কুমার সাহা,** পিতা- অজিত কুমার সাহা। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০৪.২০২২ খ) ০৭.০৯.২০২২ গ) ৩,৪৪,৯৬৭.৮৩ টাকা **(তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত সাতষট্টি টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র)** তদুপরি উপরোক্ত নোটিশে বর্ণিত সুদ এবং অদ্যবধি সুদ ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ব্যয়িত খরচ তৎসহ অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৮,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৫,৯০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40392195	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৫.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- সাহা ভান্ডার** **মেসার্স সাহা ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, গ্রাম- সরুলিয়া কলোনি, পোঃ- বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯ **শ্রীমতী নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, পোঃ-বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও দোতলা ইট নির্মিত বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবন যা মৌজা- সরুলিয়া, জে.এল. নং ৫৯, এল.আর. প্লট নং ৬২৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৫২৮৪, জমির ধরণ - বাড়ি, যার পরিমাপ ০.৮৩ ডেসিমেল। এটি বেলডাঙ্গা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০৫ সালের ডিড নং ৩৪৬৯ (এডিএসআর বেলডাঙ্গাতে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী নিরুপমা সাহা,** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, পোঃ - বারুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ২০.০৪.২০২২ গ) ৬,৫৩,৮৬৭.৬৬ টাকা **(ছয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত সাতষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ১০.০২.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৩,১২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩১,২০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA403789371	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৬.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স সোহেল ফার্টিলাইজার** **সোহেল ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ** গ্রাম+পোঃ- দেবকুন্ডু, থানা - বেলডাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩ **মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ** পিতা- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ-দেবকুন্ডু, থানা- বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৩ **শ্রীমতী মেরিনা বেগম** স্বামী- মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ, গ্রাম ও পোঃ- দেবকুন্ডু, থানা - বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৩।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- দেবকুন্ড, জে.এল. নং ৪৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৯, ১০৯৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৯৯০-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল। এটি মাদা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ - মাদা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ,** পিতা- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ - দেবকুন্ড, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.০৭.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ২৪,৭৫,৯৯৯.৪২ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৯.০৭.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,৯৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৯,৩০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB2L861001578	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৭.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স নূর ফার্টিলাইজার** **মেসার্স নূর ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী- নুরুদ্দিন শেখ** **পিতা- দাউদ শেখ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ-মাদা, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **রাজিয়া বেগম,** স্বামী- নুরুদ্দিন শেখ (জামিনদার) গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ-মাদা, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- মাদা, জে.এল. নং ৫০, খতিয়ান নং ৫৫৬, দাগ নং ৩৬৬১, ৩৬৬২-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০৮ ডেসিমেল। এটি মাদা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ - মাদা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: নুরুদ্দিন শেখ,** পিতা- দাউদ শেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.০৭.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ১৫,৪৬,৩৮৩.৫০ টাকা **(পনেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত তিরাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৯.০৭.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৬,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬০,৭০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40459521	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৮.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- এম এম রহমান এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স এম এম রহমান এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ মুক্লেসুর রহমান** পিতা- মহঃ সানাউল্লাহ শেখ কাজিশাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কাজিসাহা, জে.এল. নং ৫৫, এল.আর. প্লট নং ১১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১০, জমির ধরণ - বাড়ি, যার পরিমাপ ২.৪৮ ডেসিমেল। এটি বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, কাজিসাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১৭ সালের ডিড নং ২১৯০ (এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মুক্লেসুর রহমান,** পিতা- মহঃ সানাউল্লাহ শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কাজিসাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০১.২০২২ খ) ২৩.০৪.২০২২ গ) ৭,২৬,৮৮৭.১৬ টাকা **(সাত লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত সাতাশি টাকা এবং ষোল পয়সা মাত্র), ১০.০৫.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৫.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৯,৬৩,০০০.০০ টাকা খ) ৯৬,৩০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU72785686	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৩৯.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- রকমারি গিফট হাউস** **ইসমাইল শেখ (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- আশরাফুল হক, মেসার্স রকমারি গিফট হাউস-এর স্বত্বাধিকারী** গ্রাম+পোঃ- বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- বারুয়া, জে.এল. নং ৬০, সি.এস. প্লট নং ১৯৭২, আর.এস. প্লট/দাগ নং ১৯৭২/৩০০৬, এল.আর. দাগ নং ৩২৯৪, খতিয়ান নং ৮২২৮, ৮২২৯-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০.০২৫ একর। এটি থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -এর অধীনে অবস্থিত। স্বত্বাধিকারী- ইসমাইল শেখ, পিতা- আশরাফুল হক, গ্রাম + পোঃ - বারুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯। **চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- আশরাফ শেখের বাড়ি; দক্ষিণ দিকে- কমল শেখের দোকান; পূর্ব দিকে- আব্বাস আলীর পুকুর; পশ্চিম দিকে- এনএইচ ৩৪। **স্বত্বাধিকারী: ইসমাইল শেখ,** পিতা- আশরাফুল হক **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ২০.০৮.২০২২ গ) ১১,০১,৬৫২.০০ টাকা **(এগারো লক্ষ এক হাজার ছয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৭,৪৬,৯০০.০০ টাকা খ) ১,৭৪,৬৯০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB2L861008636	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪০.	**শাখার নাম: জিতপুর (১২৯৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স রিমি টেলিকম,** **স্বত্বাধিকারী- গিয়াসউদ্দিন মন্ডল** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম + পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ **গিয়াসউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম+পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ **সুজাউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম + পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- দক্ষিণ জিতপুর, জে.এল. নং ৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৮৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৮৬-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, যার উপর দোতলা ভবন নির্মিত আছে। এটি গরিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- গরিবপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: গিয়াসউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম+পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪১২১, পশ্চিমবঙ্গ **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০৯.২০২১ খ) ২০.০১.২০২২ গ) ৭,২৮,৫০৫.৬৩ টাকা **(সাত লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত পাঁচ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫২,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA403364491	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪১.	**শাখার নাম:** **বার্তনাবাদ (১৩০২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মাস্টার এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স মাস্টার এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- হুমায়ুন কবির (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গোলাম সানোয়ার, গ্রাম ও পোঃ-পার রঘুনাথপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৩	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ০৫ ডেসিমেল, যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২০১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৪৭, মৌজা- পার রঘুনাথপুর, জে.এল. নং ২৩, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি হুমায়ুন কবির, পিতা- গোলাম সানোয়ার-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: হুমায়ুন কবির,** পিতা- গোলাম সানোয়ার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৬.০৯.২০১৮ খ) ১৬.১১.২০১৮ গ) ৩,২৫,২২০.০০ টাকা **(তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত বিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,৫১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৫,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB7Y7609827121	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪২.	**শাখার নাম:** **ভাদুড়িয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আব্দুল হান্নান শেখ** **মহঃ আব্দুল হান্নান শেখ** পিতা- নজরুল ইসলাম, হাউস নং ১০৩, পল্লাডাঙ্গা, ভাদুড়িয়াপাড়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ **মহঃ আব্দুল হান্নান শেখ** পিতা- নজরুল ইসলাম, গ্রাম- ডোমকল নুতুনপাড়া, পোঃ ও থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০৩ **শ্রীমতী রাশিমা বিবি** স্বামী- আব্দুল হান্নান শেখ, হাউস নং ১৩, পল্লাডাঙ্গা, ভাদুড়িয়াপাড়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও আবাসিক ভবন যা মৌজা- আজিমগঞ্জগোলা, জে.এল. নং ৩৯, আর.এস. দাগ নং ২১৮, এল.আর. প্লট নং ৪৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮২১, জমির ধরণ- ভিটি, যার পরিমাপ ০৫ ডেসিমেল। এটি ডোমকল পৌরসভা, থানা ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০৮ সালের ডিড নং ৭৫৫ (এডিএসআর, ডোমকলে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী আব্দুল হান্নান, পিতা- নজরুল ইসলাম-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল হান্নান,** পিতা- নজরুল ইসলাম **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ৩০.০১.২০২৫ খ) ০৭.০৭.২০২৫ গ) ১২,৯৯,৫৮৭.৪৪ টাকা **(বারো লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত সাতাশি টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৭,৫৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৭৫,৭০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB6Q451843357	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪৩.	**শাখার নাম: ইসলামপুর (০৭৯৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- শামীম আখতার সরকার** **শামীম আখতার সরকার,** পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার, গ্রাম- বাবলাবোনা, কালিকাপুর রানীনগর, পোঃ-গোয়াস, থানা- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ৩০৪ **লাভলী খাতুন,** প্রযত্নে- মোজাম্মল হক, গ্রাম- বেনি পুর, পোঃ-তেজেসিংঙ্গো পুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, শহর- কাটলামারি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৪২ ৩০৮।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও আবাসিক ভবন যা মৌজা- কসবা গোয়াস, জে.এল. নং ৬১, দাগ নং আরএস ও এলআর ১৭০৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯৫, জমির ধরণ- ভিটি, যার পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল। এটি ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েত, গোয়াস বাজার-এর কাছে, পোঃ গোয়াস, থানা ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০১ সালের ডিড নং ৩৯৬৩ (ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার, মুর্শিদাবাদ অফিসে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী শামীম আখতার সরকার, পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: শামীম আখতার সরকার,** পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১১.০২.২০২৫ খ) ০৩.০৫.২০২৫ গ) ১০,০৯,৯৫৯.০০ টাকা **(দশ লক্ষ নয় হাজার নয়শত উনষাট টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী,** উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৪,৪৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪৪,৭০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA403516031	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা
৪৪.	**শাখার নাম:** **রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **অ্যাকা. নাম : মেসার্স রাজেশ বিড়ি** **মেসার্স রাজেশ বিড়ি** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ রাফসান জনি** গ্রাম ও পোঃ- সম্মতি নগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১৩ **মহঃ রাফসান জনি** পিতা- নুরুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ- সম্মতি নগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১৩ **আলমগীর সেখ** গ্রাম- গোপাল নগর, পোঃ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫	আবাসিক জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- হরহরি, জে.এল. নং- ১০১, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং- ২৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৮২৯-এ অবস্থিত, পরিমাপ ৯ ডেসিমেল, জমির ধরণ- বাস্তু, সাগরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ। এ.ডি.এস.আর. সাগরদিঘিতে নিবন্ধিত ২০১২ সালের ৩২০ নং দানপত্র দলিল মূলে। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ রাফসান জনি,** পিতা- নুরুল ইসলাম **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৬.০৬.২০২২ খ) ২১.১০.২০২২ গ) ৬,২৩,৪৪২.৭২ টাকা **(ছয় লক্ষ তেইশ হাজার চারশত বিয়াল্লিশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ০৬.০৬.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** ২৮.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদসহ যা উপরোক্ত নোটিশে বর্ণিত এবং পরবর্তী সুদ ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ব্যয়িত খরচ তৎসহ অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৩,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৭,৮০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO28172918	ক) ১৮.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :

১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।

২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।

৫. নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ০৬.০২.২০২৬ (ক্রমিক নং ১ থেকে ২১) এবং ১৮.০২.২০২৬ (ক্রমিক নং ২২ থেকে ৪৪) তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এবং **https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx** দেখুন।

৭. বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৮.০১.২০২৬
স্থান: বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

একদিন
নবপত্রিকা

পিকনিক তাই — চলো গো... ভিড়ে যাই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

উষ্ণতার পারদ নামছে। ভুল বললাম। অনেকটাই কমছে। মানে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। কে যেন বললো---কাকে বলে শীত! কে যেন বললো --- যাকে বলে শীত! আর এরই মধ্যে মনের পারদ নামেনি। ভুল বললাম। বরং বলা ভালো মনের পারদ থামেনি। আনন্দ উচ্ছাসে সে বেরিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন মন যে করে উরু উরু। ওই গানটাকে পাল্টে দিন---আজকে রাত আঁখো সে মজা লে লো.... না করে বরং আজকে দিন মজা লে লো মনকে খুশি মে...করলে মন্দ হবে না। হ্যাঁ,আপনি ঠিকই ধরেছেন। উষ্ণতার পারদ কমায় অথচ মনের উষ্ণতা বাড়ায় বেড়িয়ে যাওয়া যায় কোথাও....! মানে পিকনিকে! দারুন মজা। ফাটাফাটি। আগে বলা হতো বনভোজন। শব্দটা আছে তবে বনভোজন বললে আধুনিক ভাবধারার লোকেরা ব্যাকডেটেড বলে তেড়ে আসবে। তবে ক্লান্তির অবসান নাকি জাস্ট ছুটি কাটানো মানুষ কি চাই পিকনিকে? উত্তর দুটিই হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কারণ এই অসময়ে আনন্দ অনেকেরই বিলীন। অনেকটা দায় আর্থিক। তবে কি লুপ্তপ্রায় মনের ইচ্ছা উঁকি মারবে না? নিশ্চই উঁকি দেবে। আর যায় হোক না কেন এই ঘর থেকে বাইরে বের হতে লাগে মনের একরাশ আনন্দ ও ইচ্ছা। সঙ্গে কিছুটা সাহস। যাদের অনেক সাহস আছে তাদের বিষয়টি আলাদা। তারা ট্রেকিং ম্যান। সুবিধে হয় না মধ্যবিত্তের। বরং বিরাট অসুবিধা। কারণটা চেনা। অবশ্যই আর্থিক। অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। বরং চলুল মধ্যবিত্তের মজায়। হ্যাঁ, পিকনিকের কথায়।

'পিকনিক' শব্দের মধ্যে কোথাও যেন একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার শ্যাপার লুকিয়ে আছে। মানে, মনে হয় যেন ঠিক অনেকে মিলে এনজয় করা। মানে নো রান্নার লোক, নো এনি হেলপার। জাস্ট সকলেই যেন মনে করে পিকনিক তার এলাকা। না মহাশয় এমনটা ছিল বইয়ের পাতায়! মনে পড়ে পিকনিকের রচনায়? আবারো ভুল হলো। আরো ভালোভাবে বললে বনভোজনের রচনায়। মাধ্যমিকে তৈরিও করা হয়েছিল। ডেপোরা অবশ্য 'হলে 'দেখে নেবে বলে ঠিকঠাক রচনা প্রস্তুতিও করেনি। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে এমন ভাব। অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ ও হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় না। তবে আবেগ কিন্তু থামেনি। কি ছিল না সেখানে-- একটা ভালো স্পটের জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজা। না, পয়সা দিলেও মেলেনি অনেক স্পট। সব বুকড। বড়রা খুঁজেছে একটু আড়াল আর ছোটরা খুঁজেছে একটু ফাঁকা জায়গা। মানে একটু ঢেঁকি, একটা দোলনা, ব্যাডমিন্টনের ঠিকঠাক প্লেস -- এইসব আরকি। আর মাঝবয়সী মানে মা, মাসি মানুষেরা কখন রান্নার কাজে ব্যস্ত। সঙ্গে জোগান দিচ্ছে অনেকেই। মানে আলুর বস্তা এগিয়ে দেওয়া, কড়া ধরে গাড়ি থেকে নামানো বা এগিয়ে দেওয়া, শীল নুরা রান্নার জায়গায় এনে দেওয়া বা জলের ড্রাম তুলে আনা এইসব আর কি। মানে ভারী কাজগুলি ছেলেরা করে। ঠিক এই সময়ে একজন না একজন মেয়েকে ঠিক রান্নার এক্সপার্ট হিসাবে পাওয়া যাবেই যাবে। আর সেই হয়ে যায় মাতব্বর। মানে কিসে কি লাগবে সেই যেন পাকা পুরোহিত। একেবারে চাল সেদ্ধ থেকে কতটা আঁচে কি রান্না ভালো হয় বা কিসে কি ফোরণ বা কতটা মশলা তার সবকিছু যেন জানা। আর এই সময়ে ঠিক বাধ্য গোচের অনেকেই জুটে যায়। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কিনা রান্না টেস্ট করার জন্যে ব্যস্ত। তাই অপেক্ষা বা ঘুর ঘুর যত ও কত রান্নার জায়গায়। সঙ্গে মুখে মিথ্যা তারিফ করতে ব্যস্ত। আর একাধিক লোক এই বিভাগ দেখলে যা হয় ওই নুন কম, ঝাল বেশি কিম্বা স্বাদ পেরিয়ে আরেকটু ফোটার কথা বলে বসে। আর এর মধ্যে কোনো নামডাক করা কর্তা ব্যাক্তি থাকলে তো তাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। যেনো সে বললে তবেই ওকে।

ওদিকে আবার মেন কর্তা ব্যস্ত এখনও যারা টাকা দেয়নি তাদের কালেকশনে। কারণ ওই কর্তা দেখেছে দেবো দেবো করে শেষ অবধি কেউ না কেউ বা একাধিক লোকে টাকা মেরে দেয়। আবার কোনো কোনো ক্যাপিল আড়ালের সুযোগ দেওয়ার জন্যে ওই কর্মকর্তা নাকি হেব্বি হুজুর। ওদের কাছে জাস্ট পিকনিক হলো ছুঁতো। মানে রসালো প্রেমের একটা নিপাট নির্যাস তো ওরা পায় -ই -পাই এই পিকনিকে। আজকেই নাকি ভালোবাসার কথাটা বলে ফেলবে রোহণ। সেটা অহনাও জানে। ফলে সুযোগের অপেক্ষাই। ওদিকে বক্সে গান ' কে প্রথম ভালোবেসেছে .... ' । লজ্জায় লাল অহনা। ওরা এও ভাবে আর কর্মকর্তা যখন রাজ দা তখন কোনো কথা হবে না। ফুল টু মস্তি। ছোঁয়া ছুঁই হয়েছে কবেই এবার- '.. একটু বেশি হলে ...' ক্ষতি কি। তাই মনে হয় কিছুক্ষেত্রে পিকনিক তো সত্যিই ছুঁতো। মাইকে গান বাজছে -- প্রেমের ছোঁয়া যদি লাগে...

ওদিকে রাজ দা কম ব্যস্ত নন। সব গুলিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে। কম হ্যাপা! তবে চিন্তা নেই এই স্পটের চারিদিকে উঁচু পাঁচিলে কাঁটাতার বিছানো। পালানোর পথ নেই। আছে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা। তাও ভাবনা-- আজকালকার ছেলে পেলে বলে কথা, কিভাবে বুদ্ধি খাটাবে তার ঠিক নেই! ছোটদের নিয়ে কোনো টেনশন নেই। দিব্যি আছে দোলনা, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন --এইসব নিয়ে। মজার ব্যাপার এবার কুইজ হবে। মাস্টার আরমান। সঙ্গী ইরানি। দুজনেই তুখোড়। খেলা শুরু। হাজির প্রায় অনেক অংশগ্রহণকারী। আরমান বলে --ইরানি গ্রুপ করতে হবে।-- ঠিক আছে। তবে তাই। মোট আটটা গ্রুপ। আছে নক আউট পর্ব। ইন্টারেস্টিং। ফাটাফাটি প্রশ্ন। দু'একটা বলতেই হবে। চট জলদি উত্তরে যেমন - হাওড়া ব্রিজ ব্লেড দিয়ে কাটা সম্ভব না অসম্ভব? বাবরের বাবার ছেলের নাম কি? এই সব অদ্ভুতুড়ে প্রশ্ন। তবে বেশ ইন্টারেস্টিং। এবার বাকিরা-- 'আমি খেলবো', 'আমি খেলবো'বলে লাফাতে থাকে। না,আর লাগবে না -- আরমান সাফ জানিয়ে দেয়। এতটাই ইন্টারেস্টিং এই খেলা যে অন্য পিকনিক পার্টি এসে এখানে ভিড় জমায়। ও মা! কোথা থেকে এক মিডিয়াও এসে হাজির। সম্পূর্ণ শুটিং করলো আর সঙ্গে জানিয়েও দিল কবে টেলিকাস্ট হবে। সকলেরই বেশ আনন্দ হলো। খেলা শেষ। অন্য অনেক খেলা তখনও বাকি। বল গোলে ফেলা, উইকেট বল ছোড়া,হাঁড়ি ভাঙ্গা এইরকম কত কি। এই করতে করতে বিকেল গড়িয়ে এলো। আবার হালকা টিফিন। রাজ দের যেনো এবার রিলিফ। কিন্তু না, এত সহজে সব শেষ হলো না। এই পিকনিক পার্টি থেকে দু' জন পালিয়েছে। মানে নেই এক জোড়া ছেলে মেয়ে। তাদের নাম আরমান আর ইরানি। বোঝো কান্ড! গোপন সূত্রের খবর ওই দুই ট্যালেন্টেড সময়মতো কাঁটাতার টপকে পালিয়েছে।

ছেলেটা পাঁচিল টপকে গেলেও মেয়েটা ফেঁসে যায়। চিৎকার করতেও পারছিল না। আর পাঁচিলের ওপার থেকে ছেলেটা আসতেও পারছিল না। না কোনো ধরার পজিশন নেই। নিচে দু'তিন ফোটা রক্ত পড়ে। ওপরে তাকানোতে দেখা যায় একটা লাল ওরনা। না ওটা লাল নয়,রক্তে ভেজা গলায় প্রায় ফাঁস লাগে লাগে অবস্থা। দেখে ফেলে নিচে থাকা দু'জন। নিচের ছেলেটা কিছুটা ভাঙ্গা ইটে রিস্কে পা দিয়ে কিছুটা হাত দিয়ে বেয়ে যতটা সম্ভব প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কোনো মতে উপরে ওঠে। তারপর উপরের একটি ভাঙ্গা লোহার রড ধরে মেয়েটার গলার ফাঁস সরায়। ততক্ষণে কিভাবে যে নিচে থাকা আরেকটি মেয়ে উপরে উঠলো জানা নেই। দু'জনের চেষ্টায় কাঁটাতার থেকে একটি মেয়েকে বের করা হয়। অতি কষ্টে দু'জন ও বাইরে থাকা ওই পাঁচিল টপকে যাওয়া ছেলেটার সাহায্যে উপরে আটকে থাকা মেয়েটার প্রাণ বাঁচে। তখন সন্ধ্যা হবে হবে। আর ওই নিরালায় পিকনিক স্পটের বাইরে তেমন লোক নেই। তবে সামনেই একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে মেয়েটার শুশ্রূষা করে। আরেকটি পিকনিক পার্টির একটি মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আরমান ইরানি সময়মতো ফিরতে পারেনি। অনেকটা দেরি হয়। ঘটনা রাষ্ট্র হয়। সবাই জানতে পেরে বলে-- হ্যাটস আপ। হ্যাঁ, সত্যি তোদের ট্যালেন্ট আছে।

দেখুন তো একটা পিকনিক কত কিছু শেখায়। যেমন ভালো, তেমন মন্দ। এখন আপনার পছন্দ আপনি কোনটা নেবেন। আরমান না থাকলে ওই মেয়েটা কিভাবে উদ্ধার হতো ভাবুন তো! এমন তো হতেও পারে যে নদীতে সুন্দরবনে সন্ধ্যের বোর্ড ভর্তি লোক হারিয়ে গেলেন। মানে মাঝি অন্ধকারে পথ হারিয়ে বসেছেন। অনেক পড়ে হয়তো অন্য মাঝির সহায়তায় আপনার জলদস্যুদের থেকে প্রাণ বাঁচলো। ভাবুন সেই অবস্থার কথা! সমুদ্রে গলা অবধি জলে চলে গিয়ে নিচের বালি সরে গেলে! অথচ সাঁতার আপনার জানা নেই। কি করবেন শ্বাসকষ্টের রুগী হিসাবে ইনহেলার ছাড়া পাহাড়ের টপে আপনার চরম হাঁপানি হলে? এরকম কত কত কত! আপনার আমার বহু সমস্যা আসতে পারে। মনে করি স্মৃতির আবেগ থেকেও প্রাণটা আগে। তাই সচেতনতা হলো আসল। আপনি সাঁতার না জানলে বেশি জলে যাবেন কেন? আপনারা শ্বাসকষ্ট থাকলে বেশি উপরে উঠবেন কেনো? আরও বহু গোপন কথা বলা হলো না যেগুলি সাধ্যের মধ্যে হলেই ভালো। আর মনে করি সব কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকলে জীবনের ঝুঁকি কম। সবকিছুর পরেও আছে ভাগ্য। সমস্ত সাবধানতা আর সচেতনতার পর ভাগ্য মানতেই হবে। কর্ম কম নয়, ভাগ্য যতটুকু আপনি ঠিক ততটুকু। কি মানবেন তো?

'পিকনিক' শব্দের মধ্যে কোথাও যেন একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার শ্যাপার লুকিয়ে আছে। মানে, মনে হয় যেন ঠিক অনেকে মিলে এনজয় করা। মানে নো রান্নার লোক, নো এনি হেলপার। জাস্ট সকলেই যেন মনে করে পিকনিক তার এলাকা। না মহাশয় এমনটা ছিল বইয়ের পাতায়! মনে পড়ে পিকনিকের রচনায়? আবারো ভুল হলো। আরো ভালোভাবে বললে বনভোজনের রচনায়। মাধ্যমিকে তৈরিও করা হয়েছিল। ডেপোরা অবশ্য 'হলে 'দেখে নেবে বলে ঠিকঠাক রচনা প্রস্তুতিও করেনি। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে এমন ভাব। অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ ও হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় না। তবে আবেগ কিন্তু থামেনি। কি ছিল না সেখানে-- একটা ভালো স্পটের জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজা। না, পয়সা দিলেও মেলেনি অনেক স্পট। সব বুকড। বড়রা খুঁজেছে একটু আড়াল আর ছোটরা খুঁজেছে একটু ফাঁকা জায়গা। মানে একটু ঢেঁকি, একটা দোলনা, ব্যাডমিন্টনের ঠিকঠাক প্লেস -- এইসব আরকি। আর মাঝবয়সী মানে মা, মাসি মানুষেরা কখন রান্নার কাজে ব্যস্ত। সঙ্গে জোগান দিচ্ছে অনেকেই। মানে আলুর বস্তা এগিয়ে দেওয়া, কড়া ধরে গাড়ি থেকে নামানো বা এগিয়ে দেওয়া, শীল নুরা রান্নার জায়গায় এনে দেওয়া বা জলের ড্রাম তুলে আনা এইসব আর কি। মানে ভারী কাজগুলি ছেলেরা করে। ঠিক এই সময়ে একজন না একজন মেয়েকে ঠিক রান্নার এক্সপার্ট হিসাবে পাওয়া যাবেই যাবে। আর সেই হয়ে যায় মাতব্বর। মানে কিসে কি লাগবে সেই যেন পাকা পুরোহিত। একেবারে চাল সেদ্ধ থেকে কতটা আঁচে কি রান্না ভালো হয় বা কিসে কি ফোরণ বা কতটা মশলা তার সবকিছু যেন জানা। আর এই সময়ে ঠিক বাধ্য গোচের অনেকেই জুটে যায়।

গৌর চন্দ্র মুখার্জী-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন -

দেবাশীষ মুখার্জী (বিশিষ্ট সমাজসেবী)

১৮ তম বর্ষ
সেরা পুজোর সন্ধানে ২০২৬

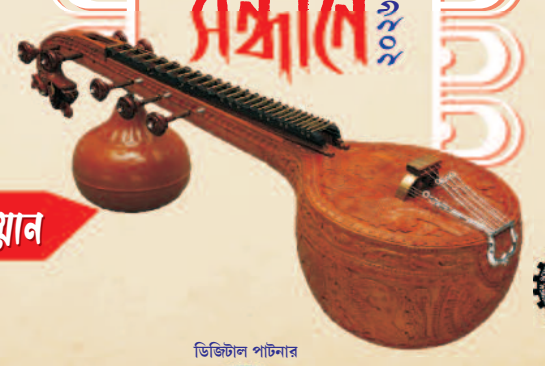

সেরার সেরা
সেরা প্রতিমা
সেরা মণ্ডপ
সেরা আলো
সেরা পরিবেশ
সেরা থিম
সেরা বাড়ির পূজো
সেরা মহিলা পূজা
সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূজো

সারা বাংলা অনলাইন সরস্বতী সম্মান

Co-Sponsor
BENGAL SCHOOL OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
BSTM

H TV HOOGHLY
পরিকল্পনায় ও রূপদানে
8240188449
hooghlytv95@gmail.com

রেডিও পার্টনার 91.9 friends fm
ডিজিটাল পার্টনার
প্রিন্ট পার্টনার একদিন

AQUAMARINA WATER THEME PARK

Associate Sponsor
BHARATI Diagnostic Centre CHINSURAH SINGUR PANDUA 9330578495 6289525776 6289259524
Voyager CHANDANNAGAR 8910138603
Wash Tub
সব্যসাচী দাস বিশিষ্ট সমাজসেবী
DRUMS & GUITAR HEAVEN musical instruments store Sener Bagan, Barabazar GT Road (Opp.Dominos) Chandannagar, Hooghly
HOOGHLY MOTORS PVT. LTD. AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY M.G. ROAD, KHADINA MORE, CHINSURAH, HOOGHLY CONTACT : 9903044222
মিউজিক পার্টনার দহন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ সোমবার বৈকাল ৪টা • চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবন